82. 18. ৩১০. ১.

কায়স্থ-দীপিকা।

শ্রীঅম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

All sorts of printing undertaken by
B. K. DAS & CO'S
PRESS.

কলিকাতা,

বহুবাজার ১৭ নং শ্রীনাথ দাসের লেন,
বি, কে, দাস এবং কোম্পানির যন্ত্রে,
শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৭ সাল, ৯ই ভাদ্র।

5. AUG. 10

মুখবন্ধ।

এই পুস্তকখানি প্রণয়নে আমার তাদৃশ প্রয়োজন ছিল শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসুজ মহাশয়ের প্রকাশিত "ধর্ম বসুর পত্রিকা" নামধেয় পুস্তকখানি যেরূপ ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ দেখা য় সেগুলির সংশোধন না হইলে, ক্রমে সত্যকে গ্রাস করি মিথ্যার প্রশয়ে ঐতিহাসিক সত্য পর্য্যন্ত লোপকরতঃ পাছে দেশে কুসংস্কার বৃদ্ধি করে, সেই আশঙ্কায় আমি এই পুস্তকখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হই। আর কনজাগত পঞ্চ কায়স্থর প্রকৃত বৃত্তান্ত যতদূর পর্য্যন্ত সংগ্রহ করা হইতে পারে, আমি বিশেষ যত্ন সহকারে তাহা সংগ্রহ করিয়াছি।

পৃথিবীতে এরূপ অনেক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা স্বীয় মতের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিলে বিরক্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু আমার সে আশঙ্কা ইহাতে নাই আমি চন্দ্র বাবুকে বিশেষরূপ জানি, তিনি একজন শিক্ষিত লোক তাঁহার পুস্তকের ভ্রম যদি কেহ দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে তিনি বড় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং স্বমত রক্ষা করিতে অন্যায় পথ অবলম্বন করিয়া যা তা লিখিয়া পাঠককে কষ্ট দেন না আমি সেই আশায় এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিলাম

এই পুস্তকখানিতে স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি ও ভুল থাকিতে পারে কারণ আমার চক্ষুরোগ প্রযুক্ত আমি স্বয়ং প্রুফ দেখিয়া ভুল সংশোধন করিতে পারি নাই, আমার কতিপয় বন্ধু যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া প্রুফ দেখিয়া ও ভুল সংশোধন করিয়া দিয়াছেন—তাহাদের পরিশ্রমে যতদূর হইবার হইয়াছে—আমিও তদ্রূপ রাখিয়া প্রকাশ করিলাম, ইহাতে পাঠক ক্ষমা করিবেন

শ্রীঅম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়,
জেলা হুগলি, থানা বলাগড়, ডাকঘর শ্রীপুর [illegible]

সূচীপত্র।

বিষয়

আদিশূরের যজ্ঞকাল ও পঞ্চ ব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমনের সময়, এবং রাঢ়ী বারেন্দ্র উভয় শ্রেণী ব্রাহ্মণের গাঁই নির্ণয় ... ১

রাজসভায় পঞ্চ কায়স্থের পরিচয় ও বর্ণ চতুষ্টয়ের বিষয়, কায়স্থ জাতীর নামান্তে দাস, দাসী শব্দ উঠাইবার ও কায়স্থগণের মধ্যে উত্তম ও অধমের বিবরণ . ... ১৭ ,, ২৯

উত্তর পশ্চিম ভারতবাসী কায়স্থগণের উপবীতের বিষয় ... .. . ৩০ ,, ৩৬

কায়স্থকে যাজ্ঞিক বলা যাইতে পারে না , ৩৭ ,, ৩৮

কালীঘাটের সর্ব্বার্থসাধিনী সভার সাম্বৎসরিক উৎসবে ও রামপুরের ধর্ম্মসভায় যে যে ঘটনা হইয়াছিল তাহার সংক্ষেপ বিবরণ, ও কায়স্থগণের উপবীতের বিষয় ... ৩৯ ,, ৪০

ম কি ২য় লক্ষ্মণ সেন লক্ষ্মণ অব্দের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে কিনা ... ৪০ ,, ৪২

মৈথিলি কায়স্থ সমাজে উপবীত না থাকার বিষয় এবং মৈথিলি সমাজ ও ২য় লক্ষ্মণ সেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ... তৎপুত্র শশিশেখর,

কৃষ্ণ শেখর পর্য্যন্ত এই ছাব্বিশ পুরুষ, আর ঐ

কায়স্থ দীপিকা।

ধবু বসুব বংশ পত্রিকা নামক একখানি পুস্তিকা উলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখব বসু মহাশয় মুদ্রিত কবিয়াছেন। আমি এক দিবস ঘটনাক্রমে দ্বাবভাঙ্গাব মহাবাজাব ভূতপূর্ব্ব অফি- সিয়েটিং প্রাইভেট্ সেক্রেটবি বাবু চন্দ্রকুমাব বসু মহাশয়েব বাসায় তাহাব কয়েক পংক্তি পাঠ কবিয়াছিলাম তৎপরে ঐ পুস্তক পাঠ কবিতে আমাব সুযোগ উপস্থিত হয নাই, এবং তৎকালে ঐ ক্ষুদ্র পুস্তক হস্তগত কবিতে পাবি নাই। কিয়দ্দিবস পবে আমি শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখব বসু মহাশয়ের নিকট তাঁহাব প্রকাশিত ঐ পুস্তকখানি পাঠ কবিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায, তিনি দুই খানি পুস্তব আমাকে প্রদান কবেন, আমি তাহা প্রাপ্ত হইয়া বড় উপকৃত হইযাছি উহাব এক খানিব নাম, বামমন্ত্রেয বসুব বংশ-পত্রিকা, ও অপব খানিব নাম ধবু বসুব বংশ পত্রিকা। আমি ঐ শেষোক্ত পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ ও পর্য্যালোচনা কবিযাছি পুস্তকখানি ভাষাবিন্যাসেব পাবিপাট্যগুণে অতি সহজেই সাধাবণের বোধগম্য হইয়াছে জটিলতা দোষ কুত্রাপি দৃষ্ট হয না এবং ধবু বসু হইতে চন্দ্রশেখর ও তৎপুত্র শশিশেখব, রাজ শেখব ও কৃষ্ণ শেখব পর্য্যন্ত এই ছাব্বিশ পুরুষ, আব ঐ

ধরুর বংশ হইতে অপরাপর আরও শাখারূপে যাহা বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে, তাহার যতদূর পর্য্যন্ত নাম সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাও একটী মহাবৃক্ষের ন্যায় প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন উহা দৃষ্টি করিলে অতি অল্প বুদ্ধির লোকেরাও বুঝিয়া লইতে পারে। এ কারণ আমি তাঁহাকে প্রীতি সহকারে ধন্যবাদ দিলাম ।

তবে দুঃখের বিষয় এই ;—ঐ পুস্তক লিখিতে চন্দ্র বাবু নিজ মতের পোষকতা সাধন উদ্দেশে যে যে স্থানে রাজা রাজনারায়ণের বিরচিত পুস্তকের মতাবলম্বী হইয়াছেন, সেই সেই স্থানেই তাঁহাকে ভ্রমে পতিত হইতে হইয়াছে এবং শাস্ত্র ও পুরাবৃত্ত তত্ত্বের বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। রাজা রাজনারায়ণের প্রকাশিত পুস্তক এ পর্য্যন্ত আমার হস্তগত হয় নাই, এবং আমি তাহা পাঠও করি নাই, তবে চন্দ্র বাবু ঐ পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়া তাহার যে যে অংশ আপন পুস্তকে সন্নিবেশ করিয়াছেন, আমি তাহার প্রথম পৃষ্ঠা হইতে চতুর্থ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম

"গৌড়দেশস্থ ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ বংশের মূল অন্বেষণ করিতে গেলে, গৌড়েশ্বর মহারাজা আদিশূরের যজ্ঞ বিষয়ক কিছু সংবাদ অবগত হওয়া প্রয়োজন ফলে উক্ত মহারাজের রাজ্য-কাল বা যজ্ঞকাল নিঃসন্দেহরূপে নির্ণীত হওয়া সুকঠিন। আন্দুলিয়াধিপতি রাজা রাজনারায়ণ, স্বীয় কায়স্থকৌস্তভে বিস্তর প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা যেরূপ, লিখিয়াছেন, তদনুসারে কলিগতাব্দা ২৮১১ শকে অর্থাৎ এই বর্ত্তমান সময়ের ২১৭৬ বর্ষ পূর্ব্বে উক্ত যজ্ঞ হইয়াছিল। ইংরেজী পুরাবৃত্তে তাহার রাজ্যকালটী সেন বংশের অন্তর্গতরূপে আনুমানিক ৯৬৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে। সেই অনুসারে এই বর্ত্তমানকালের ৯২২ বর্ষমাত্র পূর্ব্বে উক্ত যজ্ঞের

স্থান থাকা অনুমান করিতে হইবে কিন্তু রাজা রাজনারায়ণ বলেন যে, আদিশূরের অনেক পরে সেন বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল প্রথমতঃ আদিশূরের ৪৬৬ বর্ষ পরে পাল বংশীয় রাজারা গৌড়েশ্বর হইযাছিলেন দ্বিতীয়তঃ তাহার পর কিছুদিন অরাজক থাকে। তৃতীয়তঃ তৎপশ্চাৎ সেন বংশের রাজ্যকাল আগমন করে। সেই বংশের প্রথম রাজা বিজয় সেন (নামান্তর ধীসেন) বল্লাল সেন সেই ধীসেনের পুত্র। তাঁহার সহিত আদিশূরের কোন সম্বন্ধাংশ ছিল না অতএব ইংরেজী পুরাবৃত্ত লেখকেরা অন্যায় পূর্ব্বক আদিশূরকে সেন বংশের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। রাজা রাজনারায়ণের লেখা অনুসারে বল্লাল সেন ইংরেজী ১১১৬ সনে স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক মৃত্যুলাভ করেন। লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশব সেন, তাঁহার পুত্র মাধবসেন, তৎপুত্র শূরসেন, তৎপুত্র ভীমসেন, তৎপুত্র কার্ত্তিক সেন, তৎপুত্র হরিসেন, তৎপুত্র শত্রুঘ্নসেন, তৎপুত্র নারায়ণসেন, তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন দ্বিতীয়। এই দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন ইংরাজী ১২০৩ সালে বক্তিয়ার খিলিজী কর্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হন এই বংশাবলীটি ভূতপূর্ব্ব ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কৃত রাজতরঙ্গ গ্রন্থের লিখিত বংশ নির্ঘণ্টের সহ এক এই রাজতরঙ্গ গ্রন্থানুসারে পাল বংশের রাজ্যকাল কলিগত ৩১৩৭ অব্দাবধি ৩৭৭৮ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৬ পুরুষে ৬৪১ বর্ষ ব্যাপী ছিল তাহার পর তিলকচন্দ্রের বংশ ১৩ পুরুষ ও অবশেষে পূর্ব্বোক্ত ধীসেন অবধি দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন পর্য্যন্ত ১২ পুরুষ এই ২৫ পুরুষে ৫২৫ বর্ষ গত হয় অতএব পাল রাজ্যারম্ভকাল ৩১৩৭ কলিগতাব্দা ও তদ্রাজ্যকাল ৬৪১ বর্ষ এবং

উপরিউক্ত ২৫ পুরুষের ৫২৫ বর্ষ একত্র করিলে কলির ৪৩০৬ এবং খৃষ্টের ১২০৩ অব্দ গত হয় সেই সময়ে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য যবনাধিকারস্থ হইয়াছিল ঐ কালের মধ্যে ১১১৬ খৃষ্টাব্দে বল্লাল সেনের মৃত্যু হয় তাহা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সেন রাজা যে পাল রাজ্যের পরবর্ত্তী তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত রাজা রাজনারায়ণের লেখানুসারে পাল বংশের রাজ্যারম্ভ কালের, অর্থাৎ কলিগত ৩১৩৭ অব্দের বহুপূর্ব্বে আদিশূরের যজ্ঞ হইয়াছিল, এবং উপরে বলিয়াছি যে, তিনি ২৮১১ কলিগতাব্দা বলিয়া তাহার অঙ্কপাত করিয়াছেন। রাজতরঙ্গ মতে ৩১৩৭ অব্দে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যাবসান হয়। সুতরাং বিক্রমাদিত্যেরও ৩২৬ বর্ষ পূর্ব্বে আদিশূরের যজ্ঞ হওয়া অনুমান হইতেছে। যাহা হউক এ সকল কাল নিরূপণে হস্তক্ষেপ করা কঠিন ব্যাপার এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা দেখি না।” বসু মহাশয় আদিশূরের যজ্ঞকাল নিরূপণ করিতে সমুৎসুক হইয়া, রাজা রাজনারায়ণের প্রকাশিত কায়স্থকৌস্তভ ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কৃত রাজতরঙ্গ এই আধুনিক গ্রন্থদ্বয়ের মতাবলম্বী হইয়া আড়ম্বর করিয়াছেন, কিন্তু যে প্রাচীন মিশ্রগ্রন্থ কুলীন সমাজের অতি সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়া রহিয়াছে ও সেকাল একাল পর্য্যন্ত সুবিজ্ঞ কুলাচার্য্য ও কুলীন মহাশয়েরা যাহার সমালোচনা করিয়া আসিতেছেন, এবং যখন যে ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নির্ভয় চিত্তে যাহাতে সন্নিবেশ করিয়া আসিতেছেন, ও যতকাল বঙ্গদেশে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের বংশ বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎকাল যে গ্রন্থের অখণ্ড প্রতাপ বিস্তার থাকিবে, বসু মহাশয় যদি সেই মিশ্র গ্রন্থের কতিপয় পংক্তি মাত্র গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত না হইতেন,

এবং সমস্ত পর্য্যালোচনা করিতেন, তাহা হইলে আদিশূর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যখন যে যে ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে তাহা জানিতে পারিতেন; এবং আদিশূরের যজ্ঞকাল নিরূপণ ও তৎকালে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সভৃত্য বঙ্গদেশে আগমনের শাক নির্ণয় করার পক্ষে তাঁহার কঠিন বোধ হইত না। সে পথ ত্যাগ করিয়া বসু মহাশয় অসীম বিশ্বের অন্তনির্ণয়োৎসুক দার্শনিকের ন্যায় বিকল হইয়া পড়িয়াছেন। আমি তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু রোহিণী কুমার মুখোপাধ্যায় বিরচিত কুলসার সংগ্রহ নামক পুস্তক হইতে মিশ্র গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশ বসু মহাশয় ও পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

পঞ্চ ব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমনের শাক নির্ণয়।

"বেদ বাণাঙ্কশাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ
ভট্ট নারায়ণো দক্ষ শ্ছান্দড়ো বেদগর্ভকঃ
অথ শ্রীহর্ষ নামা'চ সাগ্নিক বংশ সম্ভবাঃ
আযাতাঃ পঞ্চবিপ্রাশ্চ কান্যকুব্জ প্রদেশতঃ।
সস্ত্রীকাঃ সহপুত্রৈশ্চ সহভৃত্যৈশ্চ তে তদা।"

এই প্রসিদ্ধ শ্লোকে পঞ্চব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বঙ্গদেশে আগমনের সময় স্পষ্টরূপে নির্ণয় করিয়া দিয়েছে। বেদ শব্দে ৪, বাণ শব্দে ৫। অঙ্ক শব্দে ৯। "অঙ্কস্য বামা গতি" এই নিয়মানুসারে দেখিলে ৯৫৪ শাক উপলব্ধি হয়। ইহার সহিত ঐক্য রাখিয়া

দেখিলে চন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত ইংরাজী পুরাবৃত্তের নিরূপিত যজ্ঞের কাল ১০ দশ বৎসর তফাত হয়। কিন্তু রাজা রাজনারায়ণের আধুনিক পুস্তকের মত যাহা চন্দ্র বাবু দেখাইয়াছেন, তাহার সহিত ঐক্য করিলে কিছুই মিল দেখা যায় না। ঐ পুস্তকের কোন প্রামাণিকতা নাই, সেই জন্যই তৎসময়ের বিচার শক্তি সম্পন্ন কায়স্থ মহাশয়েরা উহাকে ততদূর সমাদর করেন নাই রাজা রাজনারায়ণ কিম্বা ইংরাজী পুরাবৃত্ত লেখকের মত মিশ্র গ্রন্থকারের মতের নিকট কোন ক্রমেই স্থান পাইতে পারে না

চন্দ্র বাবু তাঁহার পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠায় একটী অভিনব মত ব্যক্ত করিয়াছেন, সেটী পাঠকের বিদিতার্থ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"রাজা রাজনারায়ণ কহেন, মহারাজ আদিশূর স্বয়ং ক্ষত্র কায়স্থ রাজা ছিলেন, তাঁহার বহ্ন্যনুষ্ঠান নামক রাজসূয় যজ্ঞের যাজকতা জন্য যেমন ব্রাহ্মণ ঋত্বিকের প্রয়োজন ছিল; এইরূপ ক্ষত্র বংশ সম্ভূত যজ্ঞে সুদীক্ষিত কায়স্থেরই প্রয়োজন ছিল কেন না তাদৃশ যজ্ঞে ক্ষত্র কায়স্থেরই বিশেষ অধিকার সেই হেতু পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পঞ্চ গোত্রীয় যজ্ঞাধিকারী পঞ্চ কায়স্থ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ঘোষ বসু মিত্র, গুহ ও দত্ত এই পঞ্চ পদবী স্বদেশ হইতে আনেন নাই" এ বিষয়ে আবহমান কাল এদেশে যে ঐতিহাসিক বর্ণনা চলিয়া আসিতেছে, তাহা কুলসার সংগ্রহ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, প্রণিধান করিলে পাঠকগণ প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবেন।

"বঙ্গদেশে সদাচার সাগ্নিক বেদ পারগ ব্রাহ্মণ না থাকায়, বঙ্গাধিপতি মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি যাগ করিবার জন্য কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ বীর সিংহের সমীপে দূত প্রেরণপূর্ব্বক

৯৫৪ শাকে সদারা-সভৃত্য পঞ্চ গোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন ।

—০:০:০—

আদিশূরের পত্র ।

"নৃপতি স্তুকৃতিসারঃ স্বীয় বশাবত্তাবঃ
প্রবল বলবিচারো বীরসিংহোতিবীরঃ
যয়ি বরসথিতাস্তে ভূমিদেবান্ সভৃত্যান্
পুনরপি (১) মম গৌড়ে প্রাপয়ত্বং নিতান্তম্

(১) "(প্রবাদ আছে মহারাজ আদিশূর রাজসূয় যজ্ঞ করণ নিমিত্ত পূর্ব্বে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, এজন্য আদিশূরের পত্রে পুনরপি শব্দ লিখিত আছে)" *

* এক্ষণে বঙ্গদেশে সামবেদী, ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বিদ্যমান আছেন, তন্মধ্যে আদিশূরের পুত্রেষ্টি যাগের সময়ে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান যাহারা আছেন, তাঁহারা সকলেই সামবেদী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন ইহাতে বোধ হয় যে পুত্রেষ্টি যাগের পূর্ব্বে আদিশূর যে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তৎকালে পশ্চিম প্রদেশ হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনয়ন করেন তাঁহারা সকলে সামবেদী ছিলেন না, সম্ভবতঃ তাঁহারা ঋক, সাম, যজু, এই ত্রিবিধ বেদাধিকারী ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের বংশাবলির অনুসন্ধান করিতে হইলে, বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা হইবেন ; এইটীই প্রতীয়মান হইয়া দাঁড়ায়, এবং তাঁহাদের ভৃত্যেরা বারেন্দ্র কায়স্থদলের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন এ অনুভব অসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয় না কেহ কেহ বলিয়া থাকেন রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণগণ উভয়ে কনোজাগত দক্ষাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া

ছেন, ইহাঁরা সকলেই এক বংশ এরূপ কথা যাঁহারা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভুল ও শিক্ষাদোষ বলিতে হইবে কারণ ঐ ত্রিবিধ বেদাধিকারী ব্রাহ্মণ বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ দলে পাওয়া যায়, রাঢ়ীশ্রেণী পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান মধ্যে পাওয়া যায় না, তাঁহারা সকলেই সামবেদী এবং সামবেদের নিয়ম মত উপনয়ন, সন্ধ্যাবন্দন ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন আর তাঁহারা চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি পশ্চাৎ লিখিত পদবীবিশিষ্ট হইয়া আছেন এবং তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কন্যা পুত্রের বিবাহ হইয়া থাকে। কোন বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ, কন্যা কি পুত্রের বিবাহ দিয়া রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণের সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন এরূপ মিশ্র গ্রন্থ মধ্যে কোথাও লক্ষ্য হয় না বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণেরা ঋক, সাম ও যজু, এই ত্রিবেদের শাসনানুসারে হ্রস্বাকারে কেহ বা দীর্ঘাকারে গল দেশে যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন ও সন্ধ্যা বন্দনাদি ঐ ঐ বেদের নিয়মমত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আর কন্যা পুত্রের বিবাহ ঐ নিয়মে দিয়া আসিতেছেন এবং এই সমাজ মধ্যে কোন রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিয়াছিলেন এমত ঘটনা দৃষ্ট হয় না এবং এই সাম্প্রদায়িকেরা যে যে পদবী ধারণ করেন, তাহার একটী পদবীও রাঢ়িশ্রেণী মধ্যে নাই। তাহাদের পদবী ভাদুড়ি, লাহড়ি, সাঁয়াল, বাগচি, মৈত্র এবং ঢোল ইত্যাদি। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা যজু ও সামবেদী আছেন তাঁহারা ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণের সমাজ বহির্ভূত নহেন

উল্লিখিত ঋগ্বেদিগণের সহিত তাঁহাদিগের কন্যা পুত্রের বিবাহ হইয়া আসিতেছে, তাহারা আবহমান কাল হইতে রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণের সমাজ ছাড়া আছেন। রাঢ়ীশ্রেণীর সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব নাই এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে ঐ দুইটী বংশ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তাহাই উপলব্ধি হয়। এক বংশ বঙ্গদেশে আসিয়া তাহাদের পৃথক পৃথক ভিন ভিন্ন বেদের আশ্রয় লইয়া সেই বিবাদে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এবং তাঁহারা এক সময় এক উপলক্ষে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন

তাহা বলার পক্ষে আদিশূরের পত্রের "পুনরপি' শব্দ ও রাঢ়ী বারেন্দ্র এই উভয় শ্রেণীর যেরূপ গাঁই নির্ণয় আছে (১) তদ্দ্বারা বাধা দিতেছে। অতএব আদিশূরের দুই সময়ে দুইটী যজ্ঞ হইয়াছিল সেই উপলক্ষে উল্লিখিত দুই সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ দুই সময়ে আসিয়াছিলেন, তদবধি রাঢ়ী বারেন্দ্র দুইটী সমাজ হইয়া আছে, কাহারও সহিত কাহারও সংস্রব নাই তাঁহারা এক বংশ হইলে সকলেই এক বেদের শাখাধীন হইতেন এবং এক সমাজভুক্ত থাকিয়া পরস্পরকে কুটুম্বিতাতে আবদ্ধ থাকা দেখা যাইত, ও এক প্রকার উপাধিধারী হইতেন এই সকল কারণ দ্বারা দুই সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ এক বংশ নহেন তাহাই সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে তবে মনু হইতে ছাড়াছাড়ি তাহা বলা যায় না

(১) বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণের গাঁই।

মৈড়িএল গাঁই	গোত্র ভরদ্বাজ
মৈত্রদিগের করঞ্জ গাঁই	গোত্র কাশ্যপ
বাগচিদিগের রুদ্রবাগচি ও সাধু বাগচি গাঁই	গোত্র সাণ্ডিল্য।
সান্যালদিগের চামুটা গাঁই	গোত্র বাৎস
ভাদুড়িদিগের ভাদুড়ি গাঁই	গোত্র কাশ্যপ
গৌতমবংশিয় চক্রবর্ত্তীদিগের সোমজীবনি গাঁই	গোত্র ভরদ্বাজ
ঢোলদিগের সঞ্জীবনী গাঁই	গোত্র বাৎস্য

এই সকল গোত্রে যেরূপ গাঁই পাওয়া যায়, রাঢ়ীশ্রেণী মধ্যে ঐরূপ একটীও নাই আদিশূর উভয় দলের পৃথক পৃথক গাঁই নির্দ্দেশ করিয়া না দিলে, ক্রমে মিল হইয়া যাইত রাঢ়ীশ্রেণীদিগের গ্রামের নাম গত গাঁই, বারেন্দ্রদিগের কথক মনুষ্যের নাম গত বলিয়া বোধ হয়

রাঢ়িশ্রেণী ব্রাহ্মণের গাঁই ও গোত্র।

ভট্টনারায়ণের পুত্রাদির নাম এবং গাঁই নির্ণয়।

নাম	গাঁই	গোত্র
আদি বরাহ	বন্দ্যঘটী (বাঁড়ুরি)	শাণ্ডিল্য
নাম	গড়গড়ী	ঐ

নাম	গাঁই	গোত্র
নীপ	কেশরকুণী (কেশরী)	শাণ্ডিল্য
শাল	কুসুমকুলি (কুসুম)	ঐ
খাটু (বটুক)	পানিহাল	ঐ
গুক্রি (গুঁই)	কুলভি	ঐ
গুণ (গুণমণি)	ঘোষলী	ঐ
শাণ্ড গাহ)	সেনক (সেয়)	ঐ
বুড় (গণপতি)	মাষচটক	ঐ
নিকর্ত্তন (মহামতি)	বটব্যাল	ঐ
নীল (বিক)	বসুয়ারি	ঐ
মধুসূদন	কবাল	ঐ
কোয় (নিহো)	কুশারি	ঐ
খায়ু (শুভ)	কুলকুলী	ঐ
মাধব (বিভু)	আকাশ	ঐ
মহামণি (শুভ)	দীর্ঘাঙ্গী	ঐ

দক্ষের পুত্রাদির নাম এবং গাঁই নির্ণয়।

নাম	গাঁই	গোত্র।
বীর	গুড়	কাশ্যপ
নীব	অশ্বলী	ঐ
শুভ	ভূরিশ	ঐ
শঙ্কু	তৈলবাটী	ঐ
কৌতুক	পীতমুণ্ডি	ঐ
সুলোচন	চাটুতি	ঐ
পালু	পলশায়ী	ঐ
কাক	হড	ঐ
কৃষ্ণ	পোড়ারি	ঐ

নাম	গাঁই	গোত্র
বাম	পালধি	কাশ্যপ
জন	কোয়ারি	ঐ
বনমালি	পাকৃড়াশী (পর্কটি)	ঐ
শ্রীহরি	সিমলায়ী	ঐ
ক্রুট	পুষলী	ঐ
শশিধর	ভট্ট	ঐ
কেশব	মূলগ্রামী	ঐ

শ্রীহর্ষের পুত্রাদির নাম এবং গাঁই নির্ণয়

নাম	গাঁই	গোত্র।
ধান্দু	মুখটী	ভরদ্বাজ
জন	ডিওশায়ী	ঐ
শাল	সাহরী	ঐ
বাম	বায়ী	ঐ

ছান্দড়ের পুত্রাদির নাম এবং গাঁই নির্ণয়।

নাম	গাঁই	গোত্র।
রবি	মহিন্তা	বাৎস্য
সুবভি	ঘোষাল	ঐ
কবি	শিম্বলাল	ঐ
মহাযশ :	বাপুলী	ঐ
শঙ্কর (নীর)	পিপ্‌লাই	ঐ
ধীব	পুতিতুণ্ড	ঐ
বিশ্বম্ভর	পূর্বগ্রামী	ঐ
শ্রীধর	কাঞ্জিলাল	ঐ
নারায়ণ (হরি)	কাঞ্জরী	ঐ
গুণাকর (নীলাম্বর)	চোট্‌খণ্ডী	ঐ
মনো	দীঘাল (দীঘাড়ি)	ঐ

বেদগর্ভের পুত্রাদির নাম এবং গাঁই নির্ণয়

নাম	গাঁই	গোত্র।
হল	গাঙ্গুলি	সাবর্ণ
গঙ্গাধর	কুন্দ	ঐ
বশিষ্ঠ	সিদ্ধল	ঐ
মদন	দায়ী	ঐ
বিশ্বরূপ	নন্দী	ঐ
কুমার	বালী	ঐ
যোগী	সিয়ারি	ঐ
রাম	পুংসিক	ঐ
দক্ষ	ঘাটক (ঘাঠ)	ঐ
মধুসূদন	পারী	ঐ
মুরারি	ঘণ্টেশ্বরী	ঐ
গুণকর	নায়ারী	ঐ

শ্লোক।

কান্যকুব্জপতির্বীরঃ পত্রার্থে বিবৃতঃ সুধীঃ।
বিজ্ঞায় পণ্ডিতাঃ সর্ব্বে আদিত্যশ্চাভিমন্ত্রিতঃ
গৌড়েশ্বর মহারাজ রাজস্থয়মনুষ্ঠিতং
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্ত দ্বিজাতয়ঃ। *

ঃ০ঃ———

পুত্রেষ্টি যাগে মহারাজ বীর সিংহ দ্বারা আদিশূর সমীপে ব্রাহ্মণ প্রেরণ।

"মহারাজ রাজ আদিশূরে মহাত্মা ময়া বীর সিংহস্য মে ইত্যাদি লখ্যম। তবাজ্ঞনুসারাদ্বি প্রস্থাপয়ামি দ্বিজান্ পঞ্চগোত্রান্ সদারাদি ভৃত্যান্।"

পাঠক এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন আদিশূরের যজ্ঞের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল মহারাজা আদিশূর বঙ্গদেশের একছত্রী রাজা হইয়া স্বদেশের সদাচার সাগ্নিক বেদপারগ ব্রাহ্মণের অভাব প্রযুক্ত বহু যত্নে ও আয়াসে কান্যকুব্জ দেশ হইতে কি শুভক্ষণে সদাচার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন করতঃ দেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তদবধি বঙ্গভূমি দিন দিন রত্নভূমি হইয়া আসিতেছে

* এই শ্লোকার্থে উক্ত যুক্তি সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে এবং চন্দ্র বসুও ঐ যজ্ঞের কথা বলিয়াছেন।

কিন্তু কালের কি পরিবর্ত্তনশীল গতি, কিছুই স্থায়ী হইতে দেয় না একলে তিনিই বা কোথায় তাঁহার সেই সমৃদ্ধিশালী রাজধানীই বা কোথায়, রাজত্বই বা কোথায়, সকলই অনন্তকাল-গর্ভে নিহিত হইয়াছে, তাহার অস্তিত্ব নাই, জীবন নাই, কিন্তু তাঁহার সেই কীর্ত্তি ও যশোরাশি আজ পর্য্যন্ত সুগভীর দুন্দুভিনাদে ঘোষিত করিয়া তাঁহার কির্ত্তি ঘোষণা করিতেছে বঙ্গদেশ যতকাল পর্য্যন্ত অতলস্পর্শ সমুদ্র গর্ভের অনন্ত সলিলে বিনষ্ট না হইবে, তত দিন তাঁহার কীর্ত্তি প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় সমুজ্জ্বল থাকিবে তাহার সন্দেহ নাই।

পঞ্চ ব্রাহ্মণের গোত্র ও নাম নির্ণয়।

"শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপো বাৎস্যো ভরদ্বাজস্তথাপরঃ।
সাবর্ণিঃ কথিতাঃ পূর্ব্বং পঞ্চ গোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তত্রাদৌ সর্ব্বতো মান্যঃ শাণ্ডিল্যো মুনিসত্তমঃ
শাণ্ডিল্য গোত্রজ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ (১) কবিঃ।
দক্ষোহথ কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্য শ্রেষ্ঠোহথ ছান্দড়ঃ।
ভরদ্বাজ কুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষোহর্ষ বর্দ্ধন
বেদগর্ভোহথ সাবর্ণো যথা দেব ধৃতি স্মৃতঃ"॥

'পঞ্চ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ নগরের কোন কোন প্রদেশ হইতে আগমন করেন, তদ্বিবরণ ও ভৃত্যাদির নাম ও গোত্র নির্ণয়।

---

(১) ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার নাটক প্রণেতা। শ্রীহর্ষ নৈষধগ্রন্থ রচনা করেন

পঞ্চকোটিঃ কামকোটি হরিকোটি গুটৈথবচ
কঙ্কগ্রামো বটগ্রাম স্তেষাঃ স্থানানি পঞ্চচ ”

“ভট্ট নারায়ণ কান্যকুব্জ প্রদেশস্থ পঞ্চকোটি গ্রাম হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন ;—তদ্ভৃত্য সৌকালীন গোত্র সম্ভূত মকরন্দ ঘোষ দক্ষ কামকোটিগ্রাম হইতে আইসেন ভৃত্য গৌতম গোত্রের দশরথ বসু ছান্দড় হরি কোঠি গ্রাম হইতে আগমন করেন,—ভৃত্য মৌদগল্য গোত্রের পুরুষোত্তম দত্ত। শ্রীহর্ষ কঙ্ক গ্রাম হইতে আগমন করেন, —ভৃত্য কাশ্যপ গোত্রের বিরাট গুহ বেদগর্ভ বটগ্রাম হইতে আইসেন,—ভৃত্য বিশ্বামিত্র গোত্রের কালিদাস মিত্র’।

পঞ্চ ব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমন।

“গোযানেনাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকন্বয়াঃ।
গজে দত্তকুল শ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ ’

“মহারাজ আদিশূরের প্রার্থনামতে কান্য কুব্জরাজ প্রেরিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক, সভৃত্য, যজ্ঞোপকরণ সহিত বিক্রমপুরের রাজদ্বারে উপনীত হইলে, দ্বারবান্ রাজ সমীপে সংবাদ দেয়। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ পঞ্চ কোন্ কোন্ বেশে আগমন করিয়াছেন। দ্বারবান্ পুটঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, ব্রাহ্মণেরা স্ত্রী এবং ভৃত্য সহ গো-যানে আরোহণ করিয়া, চরণে চর্ম্ম পাদুকা ধারণ করতঃ তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি দ্বারবানের মুখে ব্রাহ্মণগণের বিষয় অবগত হইয়া, অশ্রদ্ধা

প্রযুক্ত সাক্ষাৎ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন দ্বারবানকে বলিলেন ব্রাহ্মণদিগকে যাইয়া বল, আমি কার্য্যান্তরে আছি, এক্ষণে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না দ্বারবান প্রত্যাগত হইয়া সংবাদ দিলে, পঞ্চ মুনিবর রাজার মনোগত ভাব যোগবলে জ্ঞাত হইয়া, আশীর্ব্বাদীয় পুষ্পাদি রাজদ্বারস্থ শুষ্ক মল্ল কাষ্ঠোপরি অর্পণ করিয়া তথা হইতে গমনোন্মুখ হইলেন। অলৌকিক শক্তি প্রভাবে তৎক্ষণাৎ মল্ল কাষ্ঠ জীবিত দৃষ্টে দ্বারবান পুনরায় রাজ সমীপে সংবাদ দিলে, রাজা আদিশূর ব্রাহ্মণ পঞ্চের নিকট সমাগত হইয়া, গললগ্নী-কৃতবাসে স্তবস্তুতি করিয়া, সম্মান পুরঃসর ব্রাহ্মণদিগকে পুনঃপ্রত্যাগত করাইলেন। পরে বাসোপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন ভট্টনারায়ণ হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন এজন্য মহারাজা শ্রীহর্ষাদি চারিজনকে উপ-বেশন করাইয়া, মধ্যস্থলে ভট্টনারায়ণকে বসাইয়া ছিলেন যজ্ঞান্তে আদিশূর তাঁহাদিগকে দানগ্রহণ করিতে বলেন, তাহাতে সকলেই একমত অসম্মত হন ; পরে হোতাপ্রযুক্ত "ভট্টনারায়ণ দান স্বরূপ অল্প মূল্যে অনেকগুলি গ্রাম ক্রয় করেন ”

তথাহি।

'ক্ষিতীয় পুত্রস্য ভট্টস্য লোকাতীত কর্ম্ম ভূশং দৃষ্ট্বা পরিতুষ্টো রাজাহ এতেভ্যঃ নিয়তো গ্রামা দীয়ন্তে কৃপায় তান্ গৃহীত্ব মহর্ষি ভট্টঃ প্রাহ নৃপ্রতি গ্রহণ-হিরণ্য-তিল-লৌহাদি সহিতা গ্রামা ময়ানুগ্রহীতব্যাঃ রাজাহ অনুগ্রহীতেন কিঙ্করেণ ময়া তদা কিং কর্ত্তব্যং মম পারলৌকিকী সদ্গতিঃ কথং ভবিষ্যতি ইতি শ্রুত্বা ভট্টঃ পুনরাহ মমধনানি বহুনি বিদ্যন্তে, তৈর্ম্ময়া কতিচিৎ গ্রামাঃ

ক্রীয়ন্তে ভবতা বিক্রীয়তাং ভবতে যদি মমোপকারে বাঞ্ছা স্যাৎতত্রৈব সমুচিত প্রকারঃ ক্রিয়তাং বাঢ় মিত্যুক্ত্বা স্বল্পেন মূল্যেন বহবো গ্রামা বিক্রীতাঃ তে পতিবর্গস্য লব্ধনাবরা গ্রাম স্তুগলব্ধব্য করে বর্দ্ধিতা, ভক্তৈন চ ক্রীতা গ্রাম শতত্রিংশাত-বর্ষান্ নিষ্করত্বেন বুভুজে ”

আদিশূরের যজ্ঞেতে ব্রাহ্মণ দ্বারা পূর্ণাহুতি দেওয় হইল পঞ্চ কায়স্থ ঐ যজ্ঞের ছন্দাংশে ছিলেন এমত প্রমাণ কোন স্থানে লক্ষ্য হইল না

যজ্ঞ শেষ হইল—পাঠক এক্ষণে রাজ সভায় পঞ্চ ভৃত্যের পরিচয় শ্রবণ করিতে আগমন করুন

রাজসভায় পঞ্চভৃত্যের পরিচয়।

“মহারাজা আদিশূর যজ্ঞান্তে পঞ্চ ব্রাহ্মণের ভৃত্যদিগকে সভায় আহ্বান করিয়, নিম্নলিখিত প্রকারে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

শূদ্র পরিচয় প্রশ্ন।

“কে যূয়ং নাম কিম্বা কথমত্র কুতিনঃ স্বাগতাঃ বাপিদেশাৎ।”

ভাষা।

আপনার কে, কি নাম, কোথা হইতে আসিতেছেন ?

এতৎ শ্রবণে কায়স্থগণ কহিলেন —

কোলাঞ্চ ৎ পঞ্চ শূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাং

ভাষ।

কোলাঞ্চ অর্থাৎ কান্যকুব্জ হইতে আমরা পঞ্চজন শূদ্র ব্রাহ্মণের কিঙ্কর সমাগত হইয়াছি

রাজা কহিলেন —

ধন্যা যূয়ং পৃথিব্যাং পরিচয় মখিলং ব্রূতভো বিপ্রভক্তাঃ।
শ্রুত্বোচুর্বিপ্রবর্য্যা সকল পরিচয়ং ভূপতে বচ্মি চৈষাং। *

ভাষা

পৃথিবীতে তোমরা ধন্য, কারণ তোমরা ব্রাহ্মণের ভক্ত, এক্ষণে তোমরা সকল পরিচয় বল ইহা কহিয়া রাজা পঞ্চ কায়স্থের নিম্নলিখিতরূপ পরিচয় শুনিতে লাগিলেন।

দশরথ বসুর পরিচয়।

"কাশ্যপেচৈব গোত্রেচ দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্য দাস্যো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ"

মকরন্দ ঘোষের পরিচয়।

"শাণ্ডিল্য-গোত্র-সম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী
সৌকালীনশ্চ দাসোহয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ"

বিরাট গুহের পরিচয়।

"ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ"

---

*১৭৪৪ শকের মুদ্রিত শব্দকল্পদ্রুম প্রথম কাণ্ড ৫৪৪ পৃষ্ঠা দেখ, আর বেশী জানিবার ইচ্ছা হইবে, তিনি যেন উহার ৫৪২ হইতে ৫৪৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ করেন। ক সংখ্যা।

কালিদাস মিত্রের পরিচয়।

"সাবর্ণো গোত্র নির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভমুনিস্তথং।
তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রক।
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ কায়স্থবংশসম্ভবঃ"

পুরুষোত্তম দত্তের পরিচয়।

'বাৎস্যগোত্রেচ সম্ভূত শ্ছান্দড় শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ
মৌদ্গল্যগোত্রজোদত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ"

পুরুষোত্তম দত্ত মহারাজ বীরসিংহের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের দাসত্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিযাছিলেন; পরিশেষে বঙ্গের ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমন্বিত, সমৃদ্ধিশালী, মহামান্য মহারাজ আদিশূরের রাজ-সভায় রাজসমীপে দাসভাব স্বীকার না করায়, মিথ্যা কথা * কহিয়াছিলেন, সেই অপরাধে তাঁহার এই দণ্ড হইল যে তিনি রাজার নিকট সম্মান লাভ করিতে না পারি।, চিরদিনের জন্য তাঁহার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীগণের সহিত কায়স্থ সমাজের উচ্চাসন হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া আছেন, আর তাঁহার ভাবী উন্নতির শক্তি রহিল না।

মহারাজ বীরসিংহের পত্র হইতে ও আদিশূরের রাজসভায় ঐ পঞ্চ ভৃত্যের পরিচয়ে জানা যাইতেছে যে, তাঁহারা শুদ্ধ কায়স্থই

---

* মহারাজ বীরসিংহের ও আদিশূরের পত্র পাঠ করিলে সত্যতা প্রমাণ হইয়া উঠে (বু, স,)

ছিলেন এবং তাঁহাদের বংশাবলির বরাবর তাহাই আছেন। ক্ষত্রিয় কায়স্থ ছিলেন, কি তাঁহারা কেহ গলদেশে উপবীত ধারণ করিতেন, এমত প্রমাণ কোথায়ও পাওয় যায় না। ঐ কায়স্থ মহাশয়েরা স্বদেশ হইতে ঘোষ, বসু, ইত্যাদি পঞ্চ উপাধি লইয়া এক একটি ব্রাহ্মণের এক একটি চিহ্নিত দাস হইয়, বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। রাজসভায় ও রাজ্ঞ সমীপে উল্লিখিত পরিচয়ে তাহাই সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে।

কায়স্থগণ কান্যকুব্জ প্রদেশের কোন্ কোন্ গ্রাম হইতে কে কে আসিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কিছুই পাওয়া যায় না। বোধ হয়, তাঁহাদের প্রভু ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা যে যে গ্রামে বাস করিতেন, তাঁহাদের সেই সেই গ্রামেই বাস ছিল, তাঁহারা যদি ক্ষত্রিয় কায়স্থ হইতেন, তবে রাজসভায় পরিচয়কালে সে কথা প্রকাশ করিতেন, গোপন রাখিতেন না এবং কেনই বা তাঁহারা শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিবেন। বহু শতাব্দী পরে শ্রীযুক্ত চন্দ্র বাবু তাঁহার পুস্তকে পঞ্চ কায়স্থকে ক্ষত্রিয় কায়স্থ বলিয়া অঙ্গীকার করায়, ভবিষ্যতের জন্য একটি বৃথা ও অযৌক্তিক গণ্ডগোল উপস্থিতির সূচনা করিয়া রাখিলেন। সেটি এই—বঙ্গদেশে একটী জাতি আছে, তাঁহাদিগকে উগ্র ক্ষত্রিয় বলিয়া থাকে; ঐ জাতির ও কায়স্থের পদবীতে ক্ষত্রিয় শব্দ যোগ দেখিয়া, পিরিতরাম মাড়ের সহিত অক্রুর দত্তের যেমন একটী অলীক সম্বন্ধের কথা রাষ্ট্র আছে, ভবিষ্যতে উগ্র ক্ষত্রিয়তে ও কায়স্থতে ঐরূপ কোন সম্বন্ধ কেহ ঘটাইয়া তুলিবে কি না, সে কথা এক্ষণে কে বলিতে পারে?

পাঠক ও বসুজ মহাশয়কে দেখাইবার জন্য শব্দকল্পদ্রুম অভিধান ও কুলসারসংগ্রহ পুস্তক হইতে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত

IMPERIAL LIBRARY

হইয়াছে, তদ্দ্বারা আদিশূরের যজ্ঞের কাল নির্ণয় ও বঙ্গে কনোজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন সময় নির্ণয় ও তাঁহাদের এক একটীর সঙ্গে এক একটী কায়স্থ ভৃত্যরূপে আসিয়াছিলেন ও তাঁহারা শূদ্র, তাহা যখন সপ্রমাণ হইল, তখন এইটিই স্বতঃসিদ্ধ বোধ হয় যে, অতি প্রাচীনকালে, পরমার্থদর্শী কায়স্থ মহাশয়েরা ব্রাহ্মণের সেবা করিতে ভাল বাসিতেন এবং তদ্রূপ করিলে ধর্ম্মার্থ লাভ হইবে, এইটিই তাঁহাদের স্থির বিশ্বাস ছিল তাঁহারা যবন, কি ম্লেচ্ছ সেবাকে গৌরব জ্ঞান করিতেন না, এবং পোষাক পরিচ্ছদের চাক্‌চিক্যে জাতীয় চাল্ চলন ভুলিবার লোক ছিলেন না। এই-জন্যই তাঁহারা শূদ্রের মধ্যে সৎশূদ্র পদবী লাভ করিয়া, অপর শূদ্র-জাতি হইতে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া, তৎপদে তাঁহাদের উত্তরাধিকারী-গণকে সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ের Radical কায়স্থেরা তাহা কিছু কম বুঝেন, এইটিই নূতন দেখা যায়

চন্দ্রবাবু তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তকের সাত আট পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিয়া-ছেন: "তবে ঘোরতর মূর্খতা ও দারিদ্রতাবশতঃ কোন অধম কায়স্থ যদি কখন ব্রাহ্মণের বা অপর ধনী কায়স্থদিগের ভবনে কিঙ্করত্ব করে, সে স্বতন্ত্র কথা" এই বলিয়া উভয়ের প্রতি-যোগিতা করিবার জন্য একটী দৃষ্টান্ত দিতেও এটী করেন নাই, তাহাও এইস্থানে সন্নিবেশিত হইল "তেমন ত মূর্খতা ও অর্থ-কষ্টবশতঃ অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি অধম বর্ণের গৃহে স্বপ-কারবৃত্তিও অবলম্বন করিয়া আছে" এস্থলে দেখা উচিত ছিল যে, ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজ মধ্যে সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পক্ক অন্ন ভোজন প্রথা চলিত আছে কিন্তু অপরাপর শূদ্র কি কায়স্থের অন্ন ভক্ষণ চলন নাই, যদি ঐ ঐ জাতির অন্ন পরস্পরের মধ্যে চলন থাকিত,

তবে পাচক ব্রাহ্মণের তত গৌরব কি সমাদর থাকিত না। ঐসকল বর্ণের অন্ন স্ব স্ব জাতি আর অন্ত্যজ জাতি ভিন্ন কেহ ভোজন করে না বলিয়া, শূদ্রের বাটীতে পাচক ব্রাহ্মণ দেখা যায় বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা কখন ত দাস ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হয়েন না; বরং বঙ্গদেশে ও পশ্চিম প্রদেশে মহারাজ ও ঠাকুর শব্দে কথিত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের পাচকতা কার্য্যকে যিনি হীন কার্য্য বলেন সেটি তাঁহার ভুল, অথবা অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। তাঁহাদিগকে কায়স্থাদি শূদ্র জাতীর ন্যায় দণ্ডিকে সিদ্ধান্ন ভিক্ষা দানে, অনধিকারী প্রমাণ করিতে পারিলে, চন্দ্র বাবুর দৃষ্টান্তটী পাঠকগণ দুর্ব্বল বিবেচনা না করিয়া, সপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেন। এমত স্থলে চন্দ্রবাবুর পুস্তকের ৮ পৃষ্ঠা হইতে আর একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা গেল— "বিপ্রস্য কিঙ্করো ভূপো" রাজা ব্রাহ্মণের কিঙ্কর এ বাক্যের যেমন এমন অর্থ নহে, যে রাজা ব্রাহ্মণের নীচকর্ম্মকারী 'ক্ষত্রিয় কায়স্থ ব্রাহ্মণের দাস' এ বাক্যেরও সেরূপ নীচার্থ নহে, এ বিষয়ের আর বেশী বলিবার কথা নাই। মহারাজা বীর সিংহের পত্রে ও রাজসভায় পঞ্চ কায়স্থের পরিচয়েই পাঠক সমস্ত অবগত হইবেন। তবে যে জাতির কি ছোট, কি বড় সকলেরই এক দাসত্ব ভিন্ন অপর কোন উপজীবিকা দেখা যায় না, তাঁহাদের সহিত রাজার তুলনা দেওয়া ভাল হয় নাই, এ কথা যদি কেহ বলেন, তবে তাঁহাকে দোষ দিতে পারা যায় না, কারণ অদ্যাপিও ত্রিহুত প্রদেশে কায়স্থের "লেখনী দাস" পদবীটী সম্পূর্ণ লোপ হয় নাই।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে কায়স্থ মাত্রেরই একটী দাস পদবী চলিয়া আসিতেছে, অপর উপাধি ছিল এমত বোধ হয় না।

তাহার প্রমাণ বঙ্গদেশের প্রধান কায়স্থ সমাজ দৃষ্ট করিলেই জানিতে পারা যায় কারণ তথায় যে সকল Conservative কায়স্থ ছিলেন ও আছেন, উঁহারা অগ্রে আপনাদিগের জাতীয় দাস পদবীটিকে রক্ষ করিয়া, পরে উপাধির পরিচয় দিয়া থাকিতেন ও থাকেন, যথা অমুক দাস মিত্র, অমুক দাস দাস অমুক দাস বসু, অমুক দাস দে, ইত্যাদি দক্ষিণরাঢ়ি কায়স্থেরা কেহই দাস ছাড়া উপাধি দেখাইতে পারেন না এবং শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার কালে এবং ব্রত নিয়মের অনুষ্ঠান সময়ে দাস দাসী বলিয়া, মন্ত্র উচ্চারণ করিবার ব্যবস্থা যখন সকল দেশের সকল রকম কায়স্থের মধ্যে আছে দেখা যায়, তখন এ সকল পর্য্যালোচনা করিলে, কায়স্থ জাতির দাস পদবীটী চিরদিন হইতে আছে ইহাই সপ্রমাণ হয়; যাঁহারা শ্রাদ্ধাদি তর্পণ হিন্দুমতে করিয়া থাকেন, তাঁহারা একথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

চন্দ্রবাবু তাঁহার পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই আদিম বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে কায়স্থের উল্লেখ না থাকায়, কায়স্থকে ক্ষত্রিয় পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে, যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে উহার একটী পথ উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম "এই বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে কায়স্থের উল্লেখ নাই, ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ আছে, সেই ক্ষত্রিয়েরই এক শাখা কায়স্থ। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় তাহা রাজা রাজনারায়ণ প্রমাণ করিয়াছেন এবং এই বর্ত্তমান কালে বুদ্ধিমান কায়স্থ মহাশয়েরা সকলেই তাহা জানেন এখন প্রশ্ন এই যে, কায়স্থ বর্ণ কিরূপ ক্ষত্রিয়? এ কথার উত্তর এই যে, তিনি "কায়স্থ" অর্থাৎ ব্রহ্মার সমাজরূপ বিরাট কায়াতে স্থিত ক্ষত্রিয়। যুদ্ধক্ষেত্রে গমন তাঁহার

কার্য্য নহে। সকল ক্ষত্রিয়ই যুদ্ধ ব্রতী হইলে চলে না। রাজসভায় স্থিত হইয়া, রাজসূয়াদি রাজকীয় ক্রিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ও অন্যান্য রাজকার্য্য ও সন্ধি বিগ্রহ সম্বন্ধীয় মন্ত্রণাদি করার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়বংশীয় রাজপুরুষগণের প্রয়োজন যে সকল ক্ষত্রিয় সেই সমস্ত ব্যবসায়ে রক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা আদিকাল হইতে বংশপরম্পরায় কায়স্থ সংজ্ঞালাভ করিয়া আসিয়াছেন "কায়স্থ" শব্দের অর্থ বর্ত্তমান রাজকীয় ভাষায় বুঝিলেই উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে —

"কায় স্থ, Reserved in the body"

পাণ্ডুবংশীয় রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞকালে কোন কায়স্থ কি ক্ষত্রিয় কায়স্থের সাহায্য পাইয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এমত একটী কথাও ত মহাভারতে নাই কুরুরাজ এবং ঐ পাণ্ডবরাজের সহিত তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে, অনেকবার সন্ধি হইবার প্রস্তাব হয়, সেই সন্ধি স্থাপনের মন্ত্রণা মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, বিদুর প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরাই ছিলেন, তাঁহাদিগেরই নাম মহাভারতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে কায়স্থ কি ক্ষত্রিয়-কায়স্থের নাম থাকা দূরে থাকুক, ঐ শব্দটি পর্য্যন্তও নাই। অতএব চন্দ্রবাবু কেন এমন ভারত ছাড়া কথাটি লিখিলেন, তাহা বুঝা দুঃসাধ্য।

কায়স্থজাতির নামান্তে দাস, দাসী শব্দটি ব্যবহার আবহমানকাল হইতে প্রচলিত আছে, উহা, এক্ষণে উঠাইবার জন্য বসু মহাশয় তাঁহার পুস্তকের অষ্টম পৃষ্ঠার শেষাংশ হইতে দশম পৃষ্ঠার প্রথম অংশ পর্য্যন্ত একটী ব্যবস্থার প্রস্তাব লিখিয়াছেন পাঠকের অবগতির নিমিত্ত এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম "কেহ কেহ বলেন যে, দাস বসু বা দাস ঘোষ ইত্যাদি প্রকার ব্যবহার

কায়স্থজ্ঞাপক নতুবা সদ্গোপ উগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি শূদ্র বলিয়া বুঝাইতে পারে কিন্তু আমার বিবেচনায় সন্দেহস্থলে নামান্তে দাস না বলিয়া কায়স্থ শব্দ উচ্চারণ করিলেই প্রচুর হইতে ... যদি কায়স্থসমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের অভি... হয়, তবে দেব পিতৃক্রিয়া স্থলেও "দাস" শব্দ উঠাইয়া দেওয়া ...ব্য তাহাতে বিন্দুমাত্র শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা ধর্ম্মবিরুদ্ধ দোষ হইবে না স্ত্রীলোকের নাম হইতে দাসী শব্দ উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য তৎপরিবর্ত্তে 'নিস্তারিণী বসু ব..." বা অবিবাহিতা স্থলে "নিস্তারিণী ঘোষ কুমারী' ইত্যাদি প্রকার ব্যবহার কর্ত্তব্য যদি কোন কায়স্থের পদবীই দাস হয়, তবে "দাস বধূ" বা 'দাস-কুমারী" বলা বা লেখা কর্ত্তব্য জাতি বিষয়ক সন্দেহস্থলে 'কায়স্থা' ব "কায়স্থ কন্যা' নামান্তে যোগ করিলেই হইবে"

চন্দ্র বাবুর এ প্রস্তাবটী কিছু মন্দ নয় ঐ ব্যবস্থাটী যদি চেষ্টা করিয়া চালাইতে পারেন, তবেই ভাল বলিতে পারা যায়। কারণ ঐ ব্যবস্থাটী শাস্ত্র মধ্যে এতকাল পর্য্যন্ত ছিল না। যে জিনিষটি ছিল না, সেটী পাওয়া গেলে, তাঁহাদের পক্ষে কিছু দোষ দেখি না, কিন্তু নির্দ্দোষ তাহাও বলিতে পারি না, একটি লোকের পক্ষে কঠিন দেখা যায়। সেটি কে? তাঁহাদের পুরোহিত মহাশয় ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে, পরিত্যাগপূর্ব্বক, কায়স্থ সমাজের প্রধান প্রধান লোকের অভিমত লইয়া তাঁহাদের সমাজ হইতে প্রাচীন শাস্ত্রীয় রীতি পরিহার করিয়া, যদি তাহার মত প্রচলিত করিতে পারেন, অন্য অপ্রধানেরা যদি উহা অঙ্গীকার করেন, তবে তাঁহারা কোন্ ব্যবস্থামতে কিরূপে কাহাকে মন্ত্র পড়াইবেন, তাহার অনুমতি যজমানের নিকট হইতে অগ্রে গ্রহণ

করিতে হইবে, এই একটী তাঁহাদের যাজন ক্রিয়ায় নূতন সমস্যা হইয়া উঠিবে

'সম্প্রতি চতুর্দ্দিকে কাদম্বিনী বসু, সুকুমারী দাস, খাকমনী ঘোষ ইত্যাদি যে প্রথা প্রচলিত হইতেছে, তাহা অশুদ্ধ"

চন্দ্র বাবুর এই কথাটী আমি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। উহাতে শুদ্ধ অশুদ্ধ পক্ষে কোন ব্যাকরণ দোষ আছে কিনা বলিতে পারি না কিন্তু হঠাৎ শুনিতে যেন স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ একত্রে বাঁধিয়া উচ্চারণ করিতে হইলে প্রচলিত প্রথার রীতি-বিরুদ্ধ ঘটাতে শ্রুতিকটু হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু চন্দ্রবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে ওরূপ কোন দোষ ঘটে না।

বসুজ মহাশয় দাসত্ব মোচন করিবার জন্য, অষ্টম পৃষ্ঠায় কায়স্থের মধ্যে একটী অধম শ্রেণীর কায়স্থ গঠন করিয়া তাঁহাদের স্কন্ধে ভার নিক্ষেপ করিয়াছেন, এক্ষণে মধ্যমকে পরিত্যাগ করিয়া উত্তম ও অধমের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক

বঙ্গদেশে দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ মধ্যে তিনটী শ্রেণী দেখা যায়, তাহার মধ্যে ঘোষ, বসু, মিত্র, এই তিন ঘর প্রধান, ইঁহারাই কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করিয়া কায়স্থ সমাজের মান্য ও অগ্রগণ্য হইয়া আছেন। আর দে, দত্ত, সেন, সিংহ, কর, পালিত, দাস, গুহ, এই আটঘর মৌলিক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন, ইঁহারাই মধ্যম; ইঁহাদের ত্যাগ করা হইল "হোড়, স্বর, ধর, ধরণী, রাপ, আইচ, সোম, পই সুর, সাম, ভঞ্জো, বিন্দো, গুহ, বল, লোধঃ, শর্ম্মা, বর্ম্মা, হুই ভুই, চন্দ্রঃ রুদ্রো, রক্ষিত, রাজা, দিত্যো, বিষ্ণুঃ, নাগঃ, খিল, পিল, গূতঃ, ইন্দ্রো, গুপ্তঃ, পালো, ভদ্র, ওম, শাস্কুঃ, বন্ধুব, নাথঃ, শাঁই, হেশশ্চ, মনো, গণ্ডো, রাহা, রাণা, বিহার

সানা, দাহা, দানা, গং, উপমান, খামঃ, সোমো, ধরবৈত্তথো, বীদ, তেজ, শ্চাংব, অংশঃ, শক্তি, ভূর্তে, ব্রহ্মঃ, শনঃ, সেনে, হেমো, বর্দ্ধন রঙ্গ, গুঁই, কীর্ত্তি, যশঃ, কুণ্ডে নন্দী শীলো, ধন্থ, গুপ " ইতি ঘটককারিকা।* এই দ্বিসপ্ততি ঘর একত্রিত যে দলটী আছে, ইহাঁরা সাধ্যমৌলিক বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। সচরাচর চলন কথায় তাঁহাদিগকে 'বাহাত্তুরে কায়েত' বলে, ইহাঁরাই অধম। প্রধান পক্ষীয়েরা উহাদিগকে উপহাসচ্ছলে 'বেঁড়ে কায়েত" বলিয়া তুচ্ছ করিয়াও থাকেন। তেমন আবার ঐ অধম শ্রেণীর কায়স্থেরা ঐ কথার প্রত্যুত্তরে কৌতুকচ্ছলে তাঁহাদিগকে "পুচ্ছযুক্ত" বলিয়া শ্লেষ করিতেও ক্রটী করেন না, কিন্তু এই উক্তিটী ছোট মুখে বড় কথা ভাল শোনায় না।

আবার এদিকে উত্তম, অধম এই দুই শ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া দেখা যায়। ঐ অধম শ্রেণীর "বাহাত্তুরে" মহাশয়গণ যখন উল্লিখিত প্রধান কায়স্থ মহাশয়দিগের নিকট হইতে বহুশত, কিম্বা বহু সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের স্নেহ-পালিত কন্যাগণের পাণিগ্রহণ-করতঃ আপন আপন গৃহে লইয়া যান, ঐ কন্যাগণ তাঁহাদের গৃহে আসিয়া ঐ অধম কায়স্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিতে থাকেন।

এদিকে আবার প্রথম শ্রেণীর কুলীন মহাশয়েরা ঐ অধম কায়স্থদিগের নিকট হইতে ঐ প্রকার লাভালাভে তাঁহাদের কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে আনয়ন করেন। ঐ কন্যাগণ কুলীনের

পড়াই ১৭৪৩ শকের মুদ্রিত শব্দকল্পদ্রুম, প্রথম কাণ্ড, ৫৪০ পৃষ্ঠা।

কুললগ্নী হইয়া কুলীনের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিতে ত্রুটী করেন না, এমত স্থলে উত্তম, অধম, ভিন্ন বোধ হয় কৈ ?

চন্দ্র বাবু, কায়স্থের উপবীত সম্বন্ধে আপন মত সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে রাজা রাজনারায়ণের মত, আপন পুস্তকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন, পাঠক সমাজে দেখাইবার জন্য এস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম "রাজা রাজনারায়ণ লেখেন যে, ঐ সকল কায়স্থগণ গৌড় রাজ্যে আগমনাবধি বহুকাল ধরিয়া যজ্ঞোপবীতধারী ও স্ব স্ব গোত্রীয় ব্যবহার অনুযায়ী দ্বিজাতির আচারপরায়ণ ছিলেন তাঁহাদের সে ব্যবহারটী বল্লালসেনের সহ্য হয় নাই এজন্য তিনি নিয়ম করেন যে, কায়স্থগণ যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিবেক, এক মাস অশৌচ গ্রহণ করিবেক এবং মহাশয় ও ঠাকুর উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক, নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করিবেক। তিনি বল সহকারে এই নিয়ম প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিলে, বঙ্গদেশবাসী যে সকল পূর্ব্বকার কায়স্থের উপবীত ছিল তাঁহারা কেহ কেহ তাহাতে অগত্যা সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু যাজ্ঞিক পঞ্চ কায়স্থের বংশ কেহই তাহা স্বীকার করেন নাই। পশ্চাৎ দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে সবলে বল্লালকৃত নিয়মের অধীন করিলেন"

বসু মহাশয় তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তকের দশম পৃষ্ঠায় সেন রাজাদের প্রতি যেরূপ দোষারোপ করিয়াছেন, পাঠকের গোচর করিবার কারণ তাহা উদ্ধৃত করিলাম। "যে যে দেশে সেন রাজাদিগের আধিপত্য চলিয়াছিল, সেই সেই দেশে কায়স্থগণ সাধারণতঃ "দাস দাসী" শব্দ ব্যবহার করেন মৈথিলী কায়স্থগণের মধ্যেও 'দাস" "দাসী" প্রচলিত। বঙ্গদেশে যেমন কায়স্থের

ঘোষ, বসু, মিত্র গুহ, দত্ত, দেব, কর, প্রভৃতি বহু পদবী আছে, মৈথিলী কায়স্থগণের তাহা নাই, তাহাদের কেবল একমাত্র দাস পদবী আছে। ইহা অনেকেই জানেন যে, মিথিলা পর্য্যন্ত এক সময়ে প্রথম বা দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের আধিপত্য ছিল সেই হেতু এখনও মিথিলাতে পঞ্জিযাড় সমাজে 'লসন' নামে তাঁহার অব্দ প্রচলিত আছে সেন রাজাদিগের এতদূর অত্যাচার সত্বেও অনেক স্থলে উত্তররাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণের সমাজে এখনও মহাশয় ও ঠাকুর শব্দ প্রচলিত আছে দক্ষিণ রাঢ়ীগণ বল্লালের উক্ত নিয়ম যতদূর মানিয়াছেন, তাঁহারা ততদূর মানেন নাই "* বসু মহাশয় তাঁহার পুস্তকের ছয় পৃষ্ঠায় আরও বলিয়াছেন, "কায়স্থগণের যজ্ঞোপবীত থাকা প্রভৃতি সম্বন্ধে বাবু রাজনারায়ণ যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অসম্ভব বা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কেননা এখন পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিম ভারতের সর্ব্বত্রে এবং কোনো কোন স্থানে স্থানে কায়স্থের যজ্ঞোপবীত আছে, তাঁহারা বিধিমতে উপনীত হইয়া থাকেন, তাঁহারা একমাস অশৌচ গ্রহণ ও নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করেন না'

পাঠক, এক্ষণে এ প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া, উত্তর পশ্চিম ভারতের কায়স্থের উপবীত দেখিতে আগমন করুন

উত্তর পশ্চিম ভারতে যে সমস্ত কায়স্থ বাস করিয়া আসিতেছেন, তাহাদিগকে সচরাচর লালা কায়েত বলিয়া থাকে উত্ত-

* উপরোক্ত কথাদ্বারা এরূপ বুঝা যায় যে, ঐ দুই সমাজের কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষেরা অশৌচ গ্রহণের নিয়ম পরিবর্ত্তন ও উপবীত ত্যাগ করাকে সামান্য জ্ঞানে উপাধী রক্ষায় যত্নশীল হইয়াছিলেন, কিন্তু এ ধারণাটী আমাদের মনে স্থান পায় না

দিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায় তাহার একটী সম্প্রদায়ের নাম "মাসি" অপরটীর নাম "তেরা"। যাঁহারা মাসি, তাঁহারা ত্রিশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন আর যাঁহারা তেরা তাঁহারা ত্রয়োদশ দিবস গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। প্রয়োজন হইলে ত্রিশ দিবস পর্য্যন্ত রাখিতে পারেন, এরূপ ব্যবহারে তাঁহাদের কোন প্রত্যবায় হয় না

যাঁহারা মাসি তাঁহারা তের দিবস অশৌচ রাখিয়া চতুর্দ্দশ দিবসে দেহ শুদ্ধি লাভ করিতে পারেন না তাঁহাদিগের ত্রিশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়।

ঐ দুইটীর মধ্যে এইরূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্টে দুইটী স্বতন্ত্র জাতি বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে ইঁহারা পরস্পরে কন্যা পুত্রের বিবাহ দিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের বাটীতে পরস্পর প্রীতিভোজন করিয়া থাকেন উঁহাদিগের উভয়েরই উপবীত ধারণ করার যে রীতি দেখা যায়, সেটী তাঁহাদের ইচ্ছার অধীন ; শাস্ত্রের অধীন বোধ হয় না। তাঁহারা কিয়ৎকাল উপবীত ধারণপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে পারেন ও পুনর্ব্বার ধারণ করিতেও বাধা নাই। আবার পিতার উপবীত নাই, পুত্রের আছে তাহাও দেখা যায় *

---

* দ্বারভাঙ্গার মহারাজ মহামহিম শ্রীযুক্ত স্যার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ কে, সি, আই, ই, বাহাদুরের নাবালক অবস্থার ভূতপূর্ব্ব কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের সময়ের বক্‌সি রামানুগ্রহলাল যিনি একাল পর্য্যন্ত জীবিতাবস্থায় রাজসরকার হইতে পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন, সম্প্রতি তিনি ১২০৬ সালের ১লা ভাদ্র তারিখে পীড়িত হইয়া ৩রা ভাদ্র প্রাতে বেলা ইংরাজি ৮টার সময় মৃত্যুলাভ করেন।

এই সকল বৈলক্ষণ্যের কারণ এক ব্যতীত দুই নয়। যাঁহারা মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা উপবীত ধারণ

---

* এই ব্যক্তির বংশ পরিচয়ে পাঠক কায়স্থের উপবীতের কৌতুক কিছু জানিতে পারিবেন। বেশী দূর যাইতে হইবে না, তিন চারি পুরুষ পর্যান্ত দেখিলেই হইবে, যথা লালা খানসিংহ দাস তৎপুত্র লালা দওয়ালি সিংহ দাস, তৎপুত্র লালা, ছত্রধারী লাল, এই ছত্রধারী হইতেই এই বংশে কায়স্থের আদিমকালের দাস উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক আগরওয়ালা বণিকদিগের অনুকরণ লাল ও প্রসাদ শব্দ প্রবেশ হইতে দেখা যায় (১) ঐ ছত্রধারী লালের পুত্র উল্লিখিত ব্যক্তি রামানুগ্রহলালের আদৌ উপবীত হয় নাই ১১।১২ বৎসর বয়ক্রম সময়ে মৃত্যুলাভ করেন। ইহাঁর চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠ বিকাও লাল, ইহাঁরও উপবীত হয় নাই, অথচ মধ্যম বিক্রমারি লাল ও তৃতীয় যুগল প্রসাদ এই দুই জনের উপবীত আছে, চতুর্থ যুগল প্রসাদের উপবীত নাই; কিন্তু সকলেই দেব পিতৃক্রিয়া সম্পন্ন করিবার সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনমত দাস শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন, তাহাতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হন না।

কায়স্থ জাতি এক ভাবে বহু দিবস থাকেন না। পরিবর্ত্তন ভাল বাসেন, তাহার দৃষ্টান্ত বেহার প্রদেশে যেমন দেখা যায়, বঙ্গদেশে এ প্রকার না পাওয়া যায় এমত নহে। কলিকাতার কোন ব্যক্তি আজীবন সরকার ছিলেন, তাঁহার পুত্র "দাস" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তৎপুত্র কিছুদিন "দেব" বলিয়া পরিচিত হন। তৎপরে কি করিবে বলিতে পারি না, পুনরায় "দাস" পদবীতে অভিহিত হইতেছেন। এক্ষণে নাম প্রকাশ করিলাম না, যখন কেহ জানিতে ইচ্ছা করিবেন, সেই সময়ে প্রকাশ করিব। ইহা ব্যতীত আরও দেখা যায়, অনেকানেক সমৃদ্ধিশালী কায়স্থ পরিবারের উপাধি পরিত্যাগ প্রচলিত হইতেছে। এবং কতকগুলি কায়স্থ তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের রীতি অনুসারে "দাস" "বসু" বলিয়া আসিতেছেন। আবার ইদানীন্তনকালের মধ্যে কেহ কেহ দেব- পতৃক্রিয়া ও দানাদি কার্য্যকালে বসু "দাস" বলিবার প্রথা প্রচলিত করিতেছেন। কায়স্থ জাতির পরিবর্ত্তন প্রিয়তার সম্বন্ধে অধিক কি বলিব, এক্ষণে আবার অনেকে ক্ষত্রিয় হইবার আকিঞ্চন করিতেছেন। যাহাই হউক চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই।

১)। আগরওয়ালা বণিকদিগের নাম; দেবী প্রসাদ, নাথ গোবর্দ্ধন লাল, ব্রজমোহন লাল, বনয়ারী লাল, রাম গঙ্গা প্রসাদ, মহমায়া প্রসাদ, বুদ্ধেশ্বরি প্রসাদ, হরনন্দন লাল, বিশ্বলাল, মথে লাল, ইত্যাদি।

করেন না, আবার তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধারণ করিয়াও থাকেন। যাঁহারা ঐরূপ মাংসাদি ভক্ষণ না করেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে উপবীত রাখিতে পারেন; এবং কেহ কেহ মৎস্য মাংসাদি ভোজন সুখে রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া শেষে আবার উপবীত গ্রহণ করিয়া থাকেন। আবার কতকগুলি যাদি সাম্প্রদায়িক, তাঁহারা পুরুষানুক্রমে উপবীত ধারণ করেন না, কিন্তু তাঁহারা উঁহাদিগের সমাজ ছাড়া নহেন বিবাহাদি কুটুম্বিতাতে উভয়কে আবদ্ধ দেখা যায় কায়স্থের উপবীত ধারণ করার বিষয় ভাবিতে হইলে চৈত্র মাসের শিবের "গাজনের সন্ন্যাসী" সম্প্রদায় যেরূপ বিধিপূর্ব্বক পাট্টা ধারণ করে, তাহাই মনে হয়; এইরূপ উপবীতে লোকের মনে ভক্তি উদয় হয় না। প্রত্যুত ইহাকে কেবল মাত্র গলদেশে ভারবহ সূত্র ধারণ বলা যাইতে পারে যাঁহারা ঐ প্রকার সূত্র ধারণ করিয়া থাকেন তাঁহারা রাজ শাসনের ভয়ে ভীত হইয়া, কেন পৈতেত্যাগী হইবেন, এবং রাজারই বা এত আবশ্যক কি ছিল যে, তিনি এমন নিন্দনীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন যখন কতক লোকের ঐরূপ উপবীত ধারণ করার ও কতক ব্যক্তির না করার রীতি তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে দেখা যায়, তখন পূর্ব্বকাল হইতে কনোজ প্রদেশের কায়স্থ জাতির উপবীত ধারণ প্রচলিত ছিল, এ কথা কখনই বিশ্বাস হইতে পারে না যদি তাঁহাদের উপবীত থাকিত পরিচয়কালে রাজসভায় তাহা গোপন করিতেন না কায়স্থের উপবীত ধারণ করা প্রথা কোথাও দৃষ্ট হয় না। বঙ্গদেশের দক্ষিণরাঢ়ী, উত্তররাঢ়ী, বঙ্গজ, বারেন্দ্র, কটকি, এই সকলের এবং মৈথিলিকায়স্থেরও নাই লালা কায়স্থ মধ্যে উপবীত ধারণ করা সর্ব্ব

বাদি সম্মত নহে তখন ঐ প্রথা উত্তর পশ্চিম ভারতের কায়স্থ সমাজে অধিক দিন হইতে প্রচলিত হইয়াছে, ইহা বোধ হয় না কোন বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারকের দৃষ্টান্তানুসারে প্রচলিত হইতেছে, এইটীই প্রতীয়মান হয়, কারণ যখন মৎস্য মাংসভোজিগণ উপবীত রাখেন না কণ্ঠি বাঁধিলে রাখিতে পারেন, তখন ঐ অনুভবটী নিষ্ফল বলিয়া বোধ হয় কই ?

মহাত্মা সেন রাজারা কায়স্থের গৌরব বৃদ্ধিই করিয়া গিয়াছেন, ঘটকেরা তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণাঢ়ী কায়স্থের মর্য্যাদা নষ্ট, কি উপাধি হরণ কি উপবীত উন্মোচন ও এক মাস অশৌচ গ্রহণ করিবার নিয়ম ইত্যাদি অপমানজনক কার্য্য, ঘটনার অনুষ্ঠান ঐ রাজবংশের কোন রাজাদ্বারা হইয়াছে, মিশ্রী গ্রন্থ মধ্যে কি ইতিহাসে প্রকাশ নাই, এবং দেশ মধ্যে ঐরূপ কথা রাষ্ট্রও নাই ; কতকগুলি ব্রাহ্মণের কার্য্য দোষে বল্লাল সেন ধর্ম্মের ও কুলের শাসন জন্য তাঁহাদের যেরূপ দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন পাঠক তদ্বৃত্তান্ত পশ্চাতে দেখিতে পাইবেন। দক্ষিণাঢ়ী কায়স্থ সম্প্রদায় এমন কি পাপাচার হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, যে রাজা তাঁহাদের জাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়া চিরদিনের জন্য অধোগতি করিয়া ছিলেন বসু মহাশয় তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ না দর্শাইয়া দক্ষিণাঢ়ী কায়স্থ সমাজের মস্তকে যেরূপ কঠিন কুঠারাঘাত করিয়াছেন, এবং সেন রাজাদের প্রতি অম্লানবদনে উক্তরূপ দোষারোপ করায় তাঁহার অপার সাহসের বিষয় বলিতে হইবে।

পাঠক, বিবেচনা করিয়া দেখুন, তৎকালে কায়স্থ জাতির কি এতই হীন অবস্থা ছিল ? তাঁহারা কি বাক্‌শক্তি বিহীন চেতন এক

প্রকার জীব মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, যে তাঁহারা বসু মহাশয়ের লিখিত উক্তরূপ অপমান বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিয়া গিয়াছেন ? তবে কি তাঁহাদের ধমনীতে পবিত্র শোণিত প্রবাহিত হইত না ? তাঁহারা জাতি ও কুলাচার, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, এবং উপবীত রক্ষা করিতে অক্ষম ছিলেন ? রাজার অন্যায় কার্য্যের প্রতিকার করিবার শক্তি কি বুদ্ধি তাঁহাদের ছিল না ? যৎকালের কথা হইতেছে, তৎকালে বঙ্গদেশে বিধর্ম্মী রাজার অধিকার হয় নাই—হিন্দুর দেশে হিন্দু রাজা ছিলেন—একমাত্র হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দু শাস্ত্রের শাসন ছিল এবং তৎকালে লোকের ধর্ম্ম বিষয়ে, নিত্য নূতন পরিবর্ত্তনশীল মতি গতি ছিল না তাঁহারা একমাত্র হিন্দু শাস্ত্রের শাসনাধীন ছিলেন, তাঁহাদের কোন বিষয়ে বিবাদ বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে, ধর্ম্ম শাস্ত্রদ্বারা নিষ্পত্তি হইত ইদানীন্তনকালের কিছু পূর্ব্ব হইতে এদেশে ত্রিবিধ কি বহুবিধ বিধর্ম্মি শাস্ত্রের সমালোচনা ও শাসন দেখা যায় তৎপূর্ব্বে এদেশে হিন্দু শাস্ত্রের শাসন ছিল ও হিন্দু রাজা ছিলেন এবং দেশ মধ্যে স্বধর্ম্মপরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভাব ছিল না আরও একটী কথা পাঠক বিবেচনা করিবেন, কনোজাগত পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গদেশে উপনিবেশ করার পর, রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময়ে তাঁহাদের বংশ ধনে, মানে, কুলে, শীলে, পর্য্যায় বদ্ধ হইয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিলেন , সে সময় তাঁহাদের হীন অবস্থা ছিল, এ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না

সেই সময়ে তাঁহাদের সমাজ মধ্যে মন্ত্রীবর পশুপতি * এবং

---

* লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী।

গণিতবেত্তা শুভঙ্কর ও ঐন্দ্রজালিক আত্মারাম সরকার প্রভৃতি বড় বড় যোগ্য ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়া কায়স্থ কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভয়ে ভীত কি কুহকে ভুলিবার লোক ছিলেন না। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক মিসনারির রূপ ধারণ করিয়া রাজা যে তাঁহাদের কুহকে ভুলাইয়া উপবীত ত্যাগ করাইয়া শূদ্রাচার ও শূদ্র ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এ কথা নিতান্ত অসম্ভব ও কাল্পনিক তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

২ কায়স্থেরা রাজ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া সহজে উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন ইত্যাদি যে কয়েকটী বিষয় বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, উহা প্রকৃত হইলে তাঁহারা অগ্রে শাস্ত্র-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রাজাকে পরাস্তকরতঃ আপনাদিগের জয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া কুলাচার ধর্ম্ম কর্ম্ম ও উপবীত রক্ষা করিবার অবশ্যই চেষ্টা পাইতেন।

পাঠক, আর একটী বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, ঐ প্রকার উপায়ে যদি রাজা নিরস্ত না হইতেন, তবে জাতীয় ধর্ম্ম-বিপ্লবে রাজ্যের শান্তিভঙ্গ হইয়া ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত করিত এবং কত কিম্বদন্তী ও ইতিহাস প্রস্তুত হইয়া চিরদিনের জন্য জগতে ঐ ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিতে থাকিত, তাহার সন্দেহ নাই।

এদেশের পণ্ডিতেরা কাহারও দোষ গুণ লিখিতে জানিতেন না, এরূপ নহে, তাঁহারা যে স্পষ্টরূপে লিখিতে জানিতেন তদ্বিষয়ের দুই একটী প্রমাণ দেখান যাইতেছে ক্ষত্রিয় কুলের কালান্তক বৈরী মহাবীর পরশুরাম ক্ষত্রিয় কুল নির্ম্মূল করিবার জন্য ভীষণ সমর-সজ্জা করিয়া তিন সপ্তবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন সে সকল

বিষয় ভারতবর্ষের অতি প্রাচীনতম গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত রহিয়াছে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই।

কুরুরাজ, পাণ্ডব রাজের প্রতি অন্যায়পূর্ব্বক অত্যাচরণ করিয়া অবশেষে পাণ্ডব হস্তে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া ছিলেন, তাহা লিখিবার জন্য একটী বেদব্যাসের আবির্ভাব হওয়া দেখা যায়।

'দাক্ষিণাপথের বৌদ্ধ বৈরী কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধদিগকে পীড়ন ও সর্ব্বতোভাবে পরাভব করিয়া দেন, কুমারিলের সাহায্যকারী সুধন্বা রাজা বৌদ্ধ সম্প্রদা সংহার উদ্দেশে স্বীয় কর্ম্মচারীকে আদেশ করিয়াছিলেন, একদিকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, অপরদিকে হিমালয় পর্ব্বত, ইহার মধ্যে আবাল বৃদ্ধ যত বৌদ্ধ আছে সকলকে সংহার কর যাহারা বধ করে না, তাহা দিগকেও বধ কর", কুমারিল ধর্ম্ম-বিপ্লব করিয়া ভারতে যেরূপ বৌদ্ধদিগের প্রতি সঙ্কট বিস্তার করিয়াছিলেন, এ সকল লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তৎকালে একটী মাধবাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন *।

এ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে এইটী জানা যায় যে, ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব পণ্ডিত মহাশয়েরা উল্লিখিতরূপ ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত কিম্বা ভীত হইতেন না। বহু শতাব্দী পরে চন্দ্র বাবু সেন রাজাদিগের প্রতি যেরূপ কলঙ্ক ঘোষণা করিয়াছেন তাহা প্রকৃত হইলে তৎকালের পণ্ডিতেরা বর্ণনা করিয়া রাখিতেন। এত দীর্ঘকাল পরে চন্দ্র বাবু কি তাঁহার সহায়ভূত রাজা রাজনারায়ণের প্রত্যক্ষ থাকিত না।

* বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগ উপক্রমণিকা ১৯৩ পৃষ্ঠা।

'বসুজ' মহাশয়ের পুস্তকের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে, কনজাগত পঞ্চ কায়স্থকে যাজ্ঞিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে সেই বিষয় এই পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা গিয়াছে। কায়স্থকে যাজ্ঞিক পদে প্রতিষ্ঠা করাতে হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিরুদ্ধভাব ঘটিয়া উঠে। তৎপক্ষে বেশী বলিবার আবশ্যক দেখি না। দুই একটী বিষয় বলিলেই যথেষ্ট হইবে। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান প্রতিগ্রহ, এই ষঠকর্ম্মে হিন্দু শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণেরাই সম্পূর্ণ অধিকারী আছেন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শূদ্রের সম্পূর্ণ অধিকার নাই ঐরূপ ব্রাহ্মণ, যাঁহারা যজ্ঞে ব্রতী হইয়া থাকেন, তাহাদিগকে যাজ্ঞিক বলা যায় এবং যজ্ঞকর্ত্তাকেও যাজ্ঞিক বলা যাইতে পারে, আর যে যে জাতি ঐ ষঠকর্ম্মে অনধিকারী, তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, ব্রাহ্মণ ঋত্বিক দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে হইবে, ঐ যজ্ঞকর্ত্তা ও পুরোহিতগণকে যাজ্ঞিক বলিয়া সম্বোধন করা যাইতে পারে

এস্থলে দেখা যায়, আদিশূর যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আর যে যে ব্রাহ্মণদ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই যাজ্ঞিক পদের বাচ্য হইতে পারেন

উল্লিখিত পঞ্চ কায়স্থ যজ্ঞকর্ত্তা নহেন এবং ষঠকর্ম্মের অনধিকারী সুতরাং তাঁহাদিগকে যাজ্ঞিক বলার পক্ষে উক্ত কারণ সকল প্রোজ্জলরূপে বিঘ্ন প্রদান করিতেছে।

যখন ঐ পঞ্চ কায়স্থ যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে আগমন করা দেখা যায়, তখন অবশ্য কতক পরিমাণে যজ্ঞের উদ্যোগ আয়োজন করিয়া থাকিবেন অতএব তাঁহাদিগকে যাজ্ঞিক

বল্লাল পক্ষে আপত্তি নাই এইরূপ অর্থ লাগাইয়া যদি কেহ তাঁহাদিগকে যাজ্ঞিক বলিয়া স্বীকার করেন, তবে অশ্বমেধ ফলপ্রদ দুর্গোৎসবাদি মহাযজ্ঞে কুম্ভকারে ঘট আনয়ন করে, মালাকারে পুষ্প বিল্বদলাদি যোগায়, নাপিতাদি সৎশূদ্র দ্বারা যজ্ঞস্থানের দ্রব্যাদি উদ্যোগ করিতে দেখা যায় কর্ম্মকারে ছাগাদি পশু ছেদন করিয়া থাকে, এবং মুচি প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতিতে বাদ্য বাদন করে এই সকল ব্যক্তিকে যাজ্ঞিক বলিয়া স্বীকার না করিলে উল্লিখিত নিষেধের সহিত সামঞ্জস্য ঘটে না।

চন্দ্র বাবু তাঁহার পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপ বিষয় আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম "নয় বর্ষ পূর্ব্বে কালীঘাটের সর্ব্বার্থসাধিনী সভার বার্ষিক উৎসব বাসরে এক জন কায়স্থ মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, বেদ, বেদান্ত উচ্চারণ করায়, সভাস্থ ব্রাহ্মণেরা সকলেই আনন্দিত হইয়াছিলেন কেহ ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই বরং সকলে উৎসাহ দান ও সাধুবাদ করিয়াছিলেন" যে কায়স্থ ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন, বোধ হয় তিনি 'ব্রাহ্ম" হইবেন এবং ঐ সর্ব্বার্থসাধিনী সভায় যেরূপ নির্ব্বিবাদে তিনি ঐ ঐ শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন, ঐরূপ 'আদি" সাধারণ, নববিধানী ও আর আর শাখা "ব্রাহ্ম" সমাজে প্রতি নিয়তই হইয়া আসিতেছে, তাহাতে নূতন বা আশ্চর্য্য কিছুই নাই"। হিন্দু মতে ঐরূপ ঘটনা হইলে, যেরূপ আপত্তি হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে জেলা রামপুরের ধর্ম্ম সভায় যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার সারাংশ নিম্নে লেখা গেল। পাঠক তদ্বিষয় পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান ১২৯৫ সালের ৫।৭ বৎসরের অন্যূন, জেলা রামপুরের ধর্ম্ম সভায় মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা মৃত গঙ্গাধর কবিরাজ

মহাশয় এবং নবদ্বীপাদি অন্যান্য নানা স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ঐ সভায় আমন্ত্রিত হইয়া সমাগত হইয়াছিলেন। সভাপতির অভিপ্রায়ানুসারে উক্ত কবিরাজ মহাশয় সভার উচ্চ বেদিতে আরোহণপূর্ব্বক বেদ, বেদান্তাদী নানা শাস্ত্রের বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত হইলে নবদ্বীপস্থ মৃত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রভৃতি কতকগুলি পণ্ডিত বৈদ্যমুখে বৈদিক শব্দাদি শ্রুত হওয়া আশায় ও অবধিবিধায় কর্ণে হস্ত প্রদান করতঃ সভা হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন

বৈদিকাদি শব্দ বৈদ্য মুখে কেন শ্রবণ করিতে নাই, তৎকালে ঐ বিষয়ের বিচারের প্রস্তাব হয় তৎপরে ঐ বিষয়ের বিচার হইলে তাহাতে কৌতুকাদির মৃত রামরত্ন তর্কপঞ্চানন গঙ্গাধর কবিরাজের পক্ষ সমর্থন করিয়া উল্লিখিত পণ্ডিতগণের সহিত তুমুল বিচার করেন সেই বিচারে এই মীমাংসা হইয়াছিল যে, ঐ কবিরাজ মহাশয় বৈদিক বক্তা হইতে পারেন না, একারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের বাচনিক উপরোক্ত শাস্ত্র সকল শ্রবণ করেন নাই তখন কায়স্থ মহাশয়েরা উপরোক্ত শাস্ত্রাদি পাঠের যে কতদূর অধিকারী, তাহা পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন

বিশেষতঃ যে জাতি আবহমান কাল হইতে গায়ত্রী পাঠ এবং যজন অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ইত্যাদি ষট্‌কর্ম্মে অনধিকারী হইয়া আছেন। তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত কেন থাকিবে? ঐ সকল লোকের যজ্ঞোপবীত ছিল এরূপ বলা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিতে হইবে। পাঠকের মধ্যে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, কলিকাতার মধ্যে অনেক উড়ে বাহার আছে, তাহারা উপবীত

ধারণ করিয়া থাকে; তদ্দৃষ্টে কে তাহাদিগকে যাজ্ঞিক ক্ষত্রিয় বলিবে ও কেহই বা উহাদিগকে বৈশ্য বিপ্র ক্ষত্রিয় বলিয়া অঙ্গীকার করিবে তাহারা যে "দাসো" সেই "দাসো" বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছে কিন্তু উত্তরকালে ঐ বংশে কোন গ্রন্থকর্ত্তা জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদের উপবীত দৃষ্টে উহারা যে বেদ অধ্যায়ী ক্ষত্রিয় কাহার এ প্রকার দাবি করিবে কি না, সে কথা আপাততঃ কে বলিতে পারে? এক্ষণে এ প্রস্তাব কালগর্ভে নিহিত রাখিয়া মিথিলায় গমন করা যাউক।

মিথিলাতে লছুন নামে একটী অব্দ পঞ্জিয়াড় সমাজে প্রচলিত থাকা দৃষ্টে, চন্দ্র বাবু তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকের দশম পৃষ্ঠায় ঐ অব্দটী সেন রাজাদিগের মধ্যে প্রথম কি দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন দ্বারা সংস্থাপিত হওয়ার বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাহা ২৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি কিন্তু ঐ অব্দটী সেন বংশের উক্ত রাজা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, এটী ভুল বলিয়া বোধ হয়। কারণ মহারাজা লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃক ঐ অব্দটী যদি সংস্থাপিত হইত, তবে পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর পরগণার সামিল রামপাল গ্রামে আদিশূর হইতে বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের ভদ্রাসন বাটী ছিল ঐ স্থানে আদিশূরের কৃত একটী পরিখা ও তাহার পরে বল্লাল সেন উহার মধ্যে একটী দীর্ঘিকা (১) খনন করাইয়াছিলেন সেই পরিখা বেষ্টিত ভূমিখণ্ডে রাজবাটীর ভগ্নাবশিষ্ট চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাহার প্রচুর প্রমাণ

(১) ঐ দীঘী সম্বন্ধে তদ্দেশে একটী জনশ্রুতি কথা চলিয়া আসিতেছে "বল্লালে বাটালে দীঘি নামে রামপাল।" এরূপ হইবার আশ্চর্য্য নাই, যেমন হরি কাকার [illegible] ঘাট

তথায় দেখা যায় এবং কনাজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ "আশীর্ব্বাদীয় পুষ্পাদি দ্রব্য সঞ্জ-দ্বারস্থ শুষ্ক মল্ল কাষ্ঠোপরি আদিশূরকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন' তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি প্রভাবে ঐ কাষ্ঠ পুনর্জ্জীবিত হয়, কুলাচার্য্য মহাশয়েরা সেই সমকালের গ্রন্থে উহা পাঠ করিয়া আসিতেছেন ; এ কারণ ঐ কথা কাহারও অবিদিত নাই সেই বৃক্ষদ্বয় বৰ্দ্ধিত হইয়া অদ্যাপি তথায় জীবিতাবস্থায় সেই সকল মহাত্মাগণের মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সেই বৃক্ষকে সেই স্থানের ও তৎপ্রদেশের লোকেরা গজা বৃক্ষ বলিয়া থাকে ইচ্ছা করিলে সকলেই দেখিতে পারেন এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্বে আরও তৎপ্রদেশের পণ্ডিতমণ্ডলির গ্রন্থাবলির মধ্যে, কি কোন সনদ পত্রে, অথবা দেবালয়ে কি এত পরম্পর সেন রাজাদিগের কোন অব্দ প্রচলিত ছিল, এরূপ কথা কেহ বলিতে পারেন না, এবং তৎপ্রদেশে তাহার প্রমাণও পাওয়া যায় না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব কাল বেশী দিন গত হয় নাই অদ্যাপিও তাঁহাদের কীর্ত্তি চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। যদি তাঁহাদের কোন অব্দ থাকিত, তবে অল্প দিন গতে তাহা লোপ হইয়া যাইত না, অবশ্যই চিহ্ন থাকিত তাঁহার স্বদেশের বাটীতে কি বিক্রমপুরের পরপারে সুবর্ণগ্রামে বা সোনার গাঁতে রাজধানী ছিল। সেই রাজধানী এবং তাঁহার শাসন সমস্ত বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশের পঞ্জিয়াড় সমাজ ত্যাগ করিয়া মিথিলার পঞ্জিয়াড় সমাজে গুপ্তভাবে কেন জীবন ধারণ করিবে ? সেন বংশের কোন রাজার যদি অব্দ কিম্বা সন প্রচলিত থাকিত, তবে তাঁহার শাসিত রাজ্য মধ্যে অনেক স্থানে প্রমাণ পাওয়া যাইত আরও একটী কথা এই, মিথিলা ও দেশের লোকেরা লক্ষ্মণ যে

লছমন বলিয়া থাকেন। যদি ঐ অব্দটী লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃক প্রচলিত হইত, তবে লোকে লছন অব্দ না বলিয়া লছমন অব্দ বলিত এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে লক্ষ্মণ সেনকে ঐ অব্দটীর সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যায় না।

তাঁহারা সম্বৎ কিম্বা শকাব্দা ইহাই ব্যবহার করিতেন। সেন রাজারা যেরূপ কীর্ত্তিশালী রাজা ছিলেন; তাঁহাদের এক একটী রাজার কীর্ত্তি বঙ্গদেশীয় লোকের শিরায় শিরায় প্রোথিত রহিয়াছে তাঁহাদের অব্দ প্রচলিত থাকিলে, উহা লোপ হইবার নহে, অতএব চন্দ্র বাবুর উল্লিখিত লছন অব্দটী অপর কোন ব্যক্তির হইতে পারে, সেন রাজাদিগের বলিয়া বোধ হয় না।

লক্ষ্মণ সেন মিথিলা দেশ জয় করিয়া তাঁহার রাজত্ব কি আধিপত্য সংস্থাপন কালে অথবা তীর্থাদি দর্শন উদ্দেশে তাঁহার দেশ ভ্রমণ সময়ে, তিনি কোন দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে উল্লিখিত লছন অব্দটী লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃক সৃষ্টি হইয়াছে এ কথা প্রকৃত বলিয়া কেহ কেহ যদি স্বীকার করেন করুন? এ বিষয়ে সে কথার বিচারের প্রয়োজন নাই কিন্তু মৈথিলী কায়স্থগণের উপবীত ত্যাগ করা, কি নামান্তে দাস দাসী ব্যবহার করা রীতি লক্ষ্মণ সেন প্রচলিত করিয়াছিলেন তৎপ্রদেশের লোকেরা কি মৈথিলী কায়স্থ মহাশয়েরা উহা অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত আছেন? মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণ কায়স্থ মহাশয়েরা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের সমাজের কৌলিন্যাদি যে সমস্ত সামাজিক প্রথা ও নিয়ম বহু দিবস হইতে প্রচলিত রহিয়াছে, সে সমস্ত তৎসমকালের মিথিলাধিপতি মহারাজ হরসিংহ দেব দ্বারা সংস্থাপিত হয়। সেই সমকাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত

সেই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণ সেন তাঁহাদের সমাজের কোন কার্য্য না করিয়া শুদ্ধ তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের উপাধি, ত্যাগ ও নামান্তে দাস দাসী শব্দ ব্যবহার করণ নিয়ম করিয়াছিলেন, এই কথার প্রমাণ তাঁহাদের দেশে নাই বলিয়া তাঁহারা ঐ বিষয় স্বপ্নবৎ ও অসত্য জ্ঞান করেন। মৈথিলী কায়স্থের এক মাস অশৌচ গ্রহণ করার নিয়ম চিরদিন হইতে আছে এ কথা তাঁহারা অস্বীকার করেন না, এবং তাঁহাদের দাস ভিন্ন অপর পদবী নাই, এমত নহে। দাস, দত্ত, মল্লিক, চৌধুরী, কান্ট, লাভ, নিধী, এই সাতটী পদবী তাঁহাদের বরাবর রহিয়াছে, ও স্ত্রীলোকেরা দাসীর স্থলে বতী বলিয়া থাকেন।

লক্ষ্মণ সেন যদি মিথিলার কায়স্থ সমাজে হস্তক্ষেপ করিতেন তবে বঙ্গদেশে সামাজিক নিয়মের সৌসাদৃশ্য নিয়ম, ঐ দেশে প্রধান প্রধান অনেক বিষয়ে সংস্থাপিত থাকা দেখা যাইত। বঙ্গদেশে কায়স্থ সমাজে স্বগোত্রে বিবাহ করা নিষিদ্ধ রহিয়াছে মৈথিলি কায়স্থ সমাজে উহা প্রচলিত আছে।

বঙ্গদেশে এক জাতি অগুরী ব্যতীত অপরাপর শূদ্র মাত্রেই এক মাস অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে। মিথিলাতে শূদ্র জাতির এক নিয়ম নহে। বাড়ুই, লোহার, সোনার ইত্যাদি অনেক শূদ্র জাতির মধ্যে অশৌচ গ্রহণের দুই প্রকার নিয়ম। কেহ কেহ ত্রয়োদশ ও কোন কোন জাতির ১০ম দিবস এবং কায়স্থাদি কয়েক জাতি ত্রিশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

লক্ষ্মণ সেন যদি মিথিলা সমাজে হস্তক্ষেপ করিয়া নূতন কিছু রীতি প্রচলন করিতেন, তবে ঐ সমস্ত অশৌচ গ্রহণের নিয়মে স্বতন্ত্র ২ ভাব থাকিত না ও কায়স্থের স্বগোত্রে বিবাহ করা রহিত

হইত এক বাঙ্গালার নিয়ম এক জাতির প্রতি এক প্রকার দেখা যাইত চন্দ্র বাবু তাঁহার পুস্তকের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "বঙ্গদেশের কায়স্থের ঠাকুর উপাধি রহিত ও এক মাস অশৌচ গ্রহণ করার নিয়ম লক্ষণ সেন সবলে করিয়াছেন " লক্ষণ সেন যদি ঐ নিয়ম সবলে করিতেন, তবে মৈথিলী প্রদেশের, লোহার, বাড়ুই, হাজাম * এ সকল জাতির ঠাকুর উপাধি কেন থাকিবে

মিথিলাতে উল্লিখিত জাতি সকলের মধ্যে তের ও বিশ দিবস অশৌচ গ্রহণের দুই নিয়ম প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশের দৃষ্টান্তানুযায়ী লক্ষণ সেন উহা রহিত করিয়া ঐ কয়েক জাতির বঙ্গদেশের ঐ ঐ জাতির ন্যায় এক নিয়মে আবদ্ধ করিতেন, এবং মৈথিলী প্রদেশের হালয়াই † ও নুনিয়া ‡ এই দুই জাতি দশম দিবস অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাও থাকিত না এই সমস্ত কারণে লক্ষণ সেন মিথিলা সমাজে হস্তক্ষেপ করেন নাই তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতেছি। যদি অশৌচ গ্রহণ করার তারতম্য বিবেচনায় জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি হইত, তবে নুনিয়া জাতি বর্ত্তমান কালের অনেক উচ্চাভিমানী সম্ভ্রান্ত শূদ্র জাতি অপেক্ষা উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত

মহারাজ দ্বিতীয় লক্ষণ সেন বার্দ্ধক্য সময়ে তাঁহার রাজ্য ও রাজধানী যবন সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত ও আক্রান্ত হইয়াছে, এই

---

* লোহারকে বঙ্গদেশে কর্ম্মকার বলে, বাড়ুইকে সূত্রধর বলে ও হাজামকে নাপিত বলিয়া থাকে।

† হালুয়াই, ময়রা

‡ নুনিয়া জাতি মিথিলা প্রদেশে মৃত্তিকা হইতে সোরা প্রস্তুত করে

বাদ পাইয়া ইহার সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয় মন্ত্রী সমাজে প্রচার করাতে শাস্ত্রের বিধান মতে, জ্ঞানাপন্ন পণ্ডিতেরা কহিয়াছিলেন; এতকালে ভারতভূমি যবনাধিকার হইবে; তাহার সময় উপস্থিত বিধায়ে তাহারা সমাগত হইয়াছে। অতএব মহারাজ যুদ্ধ করা নিষ্ফল হইবে; জয় আশার সম্ভাবনা নাই কেবল নরহত্যা জনিত পাপ বৃদ্ধি হইবে। ইত্যাদি শ্রবণ করিয়া তিনি হিন্দু শাস্ত্রের ভবিষ্যৎ আদেশ বিশ্বাস ও মান্য করিয়া রাজ্য সুখ সম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীলাচলে গমন করতঃ শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন—এটী কাহারও অবিদিত নাই

তিনি একটী দেশাধিপতি, পরাক্রান্ত ও স্বাধীন রাজা ছিলেন, তাঁহার মন্ত্রণাবলের, কি মানসিক বলের অভাব ছিল না তিনি তাঁহার বিপদকালে ভীত কি চঞ্চল হইতেন না, তাঁহার প্রকৃতি বড় প্রশান্ত ও ধৈর্য্যশীল; তিনি যখন যে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তৎপূর্ব্বে সে বিষয়ের বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করা তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ গুণ ছিল; তদ্ব্যতীত তাঁহার রাজ্য শাসনের উপযুক্ত, মহাবল পরাক্রান্ত যুদ্ধবিশারদ, রাজভক্ত সৈন্য সামন্ত ও দুর্দ্দান্ত হস্তী, অশ্ব এবং যুদ্ধ উপকরণ অস্ত্র শস্ত্রাদি কিছুরই অভাব ছিল না আরও অনুরক্ত প্রজাবৃন্দ সর্ব্বদাই তাঁহার কুশল কামনা করিত। ইহা স্বত্বে তিনি হিন্দু শাস্ত্র বাক্য অমান্যপূর্ব্বক যবনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, নর শোণিতে বঙ্গভূমি রঞ্জিত করেন নাই ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, লক্ষ্মণ সেন একটী শাস্ত্রজ্ঞ পরমধর্ম্মপরায়ণ রাজা ছিলেন তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, সকলেই জানিতে পারিবেন, তাঁহাকে যদি কেহ ভীরু কি উদ্ধত প্রভৃতির লোক বলেন, সেটী তাঁহাদের ভুল।

যে ব্যক্তি এত বড় মহাত্মা, তিনি কি বলন অশাস্ত্র ও অন্যায় পূর্ব্বক বলসহক যে একটী জাতির কুলাচার ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট ও অপমান করিতে পারেন ? এ অন্যায় কথা কে বিশ্বাস করিবে ? কায়স্থকে বৈশ্যের উপর উচ্চপদ দিবার আশয়ে একটী মহামান্য নৃপতির সুখ্যাতি হরণ পূর্ব্বক দুর্নাম রাষ্ট্র করা বড়ই সন্তাপের বিষয়।

"মহাকবি সেক্‌পিয়ার বলিয়াছেন, মানুষ মানুষের যত প্রকার ক্ষতি করিতে পারে, তন্মধ্যে সুনামের হানি করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ক্ষতি বলিতে হইবে" *

বঙ্গদেশে একটী জাতি আছে; তাঁহারা উগ্রক্ষত্রীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন সংবাচর দেশ ভাষায়, তাঁহাদের আগুরি বলিয়াও থাকে ঐ জাতিটী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়; তাহার একটীর নাম জানা আগুরি, অপরটীকে সুতাগুরি বলে। জানা আগুরিরা বিবাহকালে উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। এবং তের দিবস অশৌচ গ্রহণ করা তাঁহাদের রীতি আছে কিন্তু তাঁহাদের উপবীত আজীবন ধারণ করা আর না করা তাঁহাদের ইচ্ছাধীন, কেহ যদি রাখেন ভালই, ত্যাগ করিলে প্রত্যবায় নাই যাঁহারা সুতাগুরি তাঁহারা ত্রিশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু উপবীত ধারণ করেন না।

লালা কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন তেরা ও মাসী এই দুইটী শ্রেণী আছে; উল্লিখিত আগুরিরা ঐ লক্ষণাক্রান্ত বলিলে বলা যাইতে পারে।

* মহাভারত ৫৬২ পৃষ্ঠা।

সেন রাজাদিগের যদি উপবীত ত্যাগ করান যোগ থাকিত, তবে বঙ্গদেশে জান আংশদিদের উপবীত থাকিত না।

আরও একটী বিষয় এই যে যজ্ঞে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আসিয়াছিলেন, সেটী কলি নিষিদ্ধ নহে। ঐ যজ্ঞ কলিকালেই হইয়াছিল; কলি নিষিদ্ধ হইলে, ব্রাহ্মণের উহা সমাধা করিতে কদাচই ব্যবস্থা প্রদান করিতেন না, এবং ঐ যজ্ঞ কলিকালে আবও হইতে পারিবে, এবং পঞ্চ কায়স্থের বংশাবলী লোকের সাহায্য ভিন্ন ঐরূপ যজ্ঞ সিদ্ধ হইবে না; এরূপ আশয়ে ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা পঞ্চ কায়স্থের উত্তরাধিকারীদিগের যজ্ঞাদি কার্য্যের অনধিকারী করিতে দিতেন না।

উত্তরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে মহাশয় ও ঠাকুর উপাধি আছে। দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের ঐ উপাধি না থাকায় বসু মহাশয় তাঁহার পুস্তকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সে বিষয় ইহার ২৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে পাঠক তদ্বিষয় জানিতে পারিবেন। এক্ষণে ঐ দুইটী সমাজে 'মহাশয়' ও 'ঠাকুর' উপাধি কতদিন হইতে প্রচলিত, তাহা দেখা আবশ্যক।

উত্তরাঢ়ী কায়স্থের 'মহাশয়' উপাধি কত দিবস হইতে হইয়াছে তাহার মূল জানিবার জন্য বিখ্যাত মৃত বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত যিনি ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের পরম উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র রায় আমার একটী পরম বন্ধু, আমি তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, এ কারণ তিনি এই বিষয়ের মূলানুসন্ধান জন্য, বালীর ইয়ানী

মহাশয়দিগের বাটী যাইয়, তাঁহাদিগের বংশাবলীতে যেরূপ লিখিত আছে তাহা জ্ঞাত হইয়া আমার পত্রের প্রত্যুত্তরে যদ্রূপ লিখিয়াছেন, সেগুলি প্রচলিত জনশ্রুতি কথার সহিত এক আমি সেই পত্রের সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম

"নবদ্বীপাধিপতি রাজা রঘুরাম রায় এবং পাটুলির জমিদার রাঘবেন্দ্র রায় উভয়ে এক সময়ে আপন আপন জমিদারীর রাজস্ব অনাদায়ের অপরাধে জাফর খাঁর আদেশে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ হইয়া থাকেন, এমতকালে পাটুলির উক্ত জমিদারের টাকা পৌঁহছিয়া ছিল নদীয়ার রাজার টাকা আসিবার সম্ভাবনা ছিল না রাজস্ব অনাদায়ের অপরাধে মুসলমানদিগের আমলে বড শক্ত শাজা হইবার নিয়ম ছিল এমন কি, ইচ্ছা করিলে তাহারা জাতিভ্রংশ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না * রাঘবেন্দ্র নদীয়ার রাজার টাকা নিয়মিত দিনে উপস্থিত হইবার আশা নাই, এই কথা জানিতে পারিয়া ব্যথিত হৃদয়ে রঘুরাম রায়কে উক্ত অবস্থায় দুরন্ত যবন কারাগারে ত্যাগ করিয়া আশা অনুচিত বিবেচনায়, তিনি ব্রাহ্মণের হিতের জন্য আপন অদৃষ্টে যাহ আছে, তাহাই হইবে, এই প্রতিজ্ঞায় আপন টাকা উক্ত রাজার নামে দাখিল ফলতঃ তাঁহাকে খোলষা করিয়া দেন এই কথা নবাবের কর্ণগোচর হওয়াতে, নবাব রাঘবেন্দ্রের ঔদার্য্যিকতায় পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পাটুলির চারি লক্ষ টাকা দেনা হইতে মুক্তি প্রদান করেন তৎপরে তাঁহার বংশাবলীর সহিত তাঁহাকে চিরদিনের জন্য মহাশয় উপাধি

---

* বোধ হয় রাঘবেন্দ্র এ বিষয়ে কিছু ভাবিয়া থাকিবেন।

দিয়া সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার বংশধরেরা যেখানে যেখানে আছেন, তাঁহারা [illegible] অদ্যাপি আয়মায় [illegible] ভোগ করিয়া আসিতেছেন, [illegible] সেওড়াফুলির দত্ত জমিদার মহাশয়েরা, এবং [illegible] ইত্যাদি। অদ্যাপি [illegible] বংশধর মধ্যে যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন [illegible] মহাশয়েরা [illegible] বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

মধুরামের [illegible] বলা গেল, তিনি [illegible] জীবিত [illegible], ১৭[illegible] খৃষ্টাব্দে [illegible] কিছুদিন পরে তিনি [illegible] সেই [illegible] হইয়া সকলে [illegible] করিয়া [illegible] উপাধি [illegible] করিয়াছিলেন [illegible] পিতা মধুরামের [illegible] উপাধি [illegible] উপাধি [illegible]

* [illegible] তিনি [illegible] এবং তাঁহার [illegible] করিয়াছিলেন।

উহার অগ্রে উত্তরাঢ়ী কি অপর কোন কায়স্থের মহাশয় উপাধি ছিল না উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছে। পাঠক এক্ষণে স্পষ্টই দেখিবেন, উত্তরাঢ়ী কায়স্থের মধ্যে রাঘবেন্দ্র রায় সর্ব্বপ্রথম ঐ দুইটী উপাধি মুর্শিদাবাদের নবাব ও নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় হইতে লাভ করিয়া ছিলেন ঐ উপাধি আবহমান কাল হইতে ছিল; উহা রহিত করিতে বল্লাল সেনের ইচ্ছা ছিল, সেই কারণে লক্ষ্মণ সেন স্ববলে তাহা রহিত করিয়াছিলেন, চন্দ্র বাবু তাঁহার পুস্তকের ছয়ের পৃষ্ঠায় ঐরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এই একটী তাঁহার বিষম ভুলের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল

ইদানীন্তন কালে দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ সমাজ মধ্যে দুই এক পরিবারে যদ্রূপ 'দেব' উপাধি প্রবেশ করিয়াছে, বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে 'ঠাকুর' উপাধি প্রবেশের নিয়ম স্বতন্ত্র ঢাকা জেলার সামিল মালখান নগরের বাবু চন্দ্র কুমার বসু; যিনি

এইস্থলে রাজা রঘুরাম রায়ের ও শুভ্রমুনি মহাশয় রাঘবেন্দ্র রায়ের প অধস্তন কাহার কত পুরুষ হইল, তদ্বিবরণ পাঠকের বিদিতার্থে নিয়ে দেও গেল।

রাজা রঘুরাম	১	রাঘবেন্দ্র রায় মহাশয়	১
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র	২	বসুদেব রায় মহাশয়	২
রাজা শিবচন্দ্র	৩	মনোহর রায় মহাশয়	৩
রাজা ঈশ্বরচন্দ্র	৪	রাজচন্দ্র রায় মহাশয়	৪
রাজা গিরিশচন্দ্র	৫	দুর্গাপ্রসাদ রায় মহাশয়	৫
রাজা শ্রীশচন্দ্র	৬	কালী প্রসাদ রায় মহাশয়	৬
রাজা সতীশচন্দ্র	৭	জগদীশ্বপ্রসাদ রায় মহাশয়	৭
রাজা ক্ষিতীশচন্দ্র	৮	ভগবতী প্রসন্ন রায় ও প্রসন্ন গোপাল রায় মহাশয়	৮ দুই সহোদর

এক্ষণে দ্বারভাঙ্গার মহারাজের চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন তাঁহার নাম এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় এক দফা উল্লেখ করা গিয়াছে তাঁহাদিগের বংশে কিরূপে কত দিবস হইল এবং কাহার দ্বারা 'ঠাকুর' উপাধি লাভ হইয়াছিল, এই সকল প্রস্তাব তাঁহার কাছে উত্থাপন করায় তিনি আমাকে ঐ বিষয়ের পরিচয় যাহা বলিয়া ছিলেন, সাধারণের জ্ঞাতার্থে তাহাও এই স্থলে লেখা যাইতেছে। 'চন্দ্র বাবু বলেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ দেবীদাস বসু মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনে ঢাকার কানন গু, ছিলেন নবাব তাঁহার কর্ম্ম দক্ষতায় প্রীতি লাভ করিয়া, তাঁহাকে রাজা উপাধি দিতে চাহেন* দেবীদাস রাজা উপাধি গ্রহণে অনেচ্ছুক হইয়া, নবাবের কাছে তিনি এবং তাঁহার বংশাবলীতে চিরদিনের জন্য 'ঠাকুর' উপাধি পাইবার প্রার্থনা করায়, নবাব বাহাদুর ঐ উপাধি দেবীদাসকে প্রদান করেন। তদবধি মালখান নগরের বসুদিগকে লোকে বসুঠাকুর বলিয়া আসিতেছে। অতএব বঙ্গজ কায়স্থ মধ্যে ঠাকুর উপাধি লাভ করা বহু দিবস হইতে হইয়াছে, তাহা কিরূপে বলা যায়? এই বিষয় সম্বন্ধে যিনি অধিক কিছু জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি এখনও চন্দ্রকুমার বসু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে

* কথিত আছে, উক্ত দেবীদাস বসুর নিজের কর্ম্মচারীর মধ্যে এক ব্যক্তি নবাব সরকার কোন চাকুরি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে উচ্চ পদাভিষিক্ত হন ও সেই পদমর্য্যাদাতে তিনি রাজা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, দেবীদাস ভাবিলেন যাহার নিজের চাকর সে এককালে ছিল, সে যখন অগ্রে রাজা উপাধি পাইয়াছে, তখন ঐ উপাধি গ্রহণ না করাই ভাল এই অভিমান সূত্রে তিনি রাজা উপাধি না লইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ঠাকুর উপাধি গ্রহণ করিবার প্রার্থিত হওয়ায় ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন

পারেন। কায়স্থের ঐ দুইটী উপাধি বহুকাল হইতে থাকা দূরে থাকুক, সেন রাজাদিগের আমলেও ছিল না। উহা নবাব সরকার হইতে ইদানীন্তন কালে প্রদত্ত হইয়াছে, উপরে তাহা সপ্রমাণিত হইল বঙ্গজ ও উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণ রাজাজ্ঞা লজ্ঘনে নিজ উপাধি সংরক্ষণ করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থগণের উপাধি বল-পূর্ব্বক রহিত করা হইয়াছিল বলিয়া, বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের উপরে রাজা রাজনারায়ণ ও বসুজ মহাশয় যে কলঙ্ক পঙ্ক নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন, উল্লিখিত প্রমাণে এত দিনে তাহার অপনোদন হইল।

বসুজ মহাশয় তাঁহার পুস্তকের ষোড়শ পৃষ্ঠায় কনজাগত পঞ্চ কায়স্থ বংশকে "বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ যতই শূদ্র বলিয়া হেয়জ্ঞান করুন, আর খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী দোষে যতই তাঁহাদের অধোগতি হউক বলিয়াছেন।" এই টুকু পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে তিনি ঐ কথা লিখিবার সময় কিছু ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া ছিলেন কিন্তু বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য মহাশ-য়েরা কি করিবেন, তাঁহারা এক্ষণে আর কিছু নূতন সৃষ্টি করিতে পারেন না, তাঁহাদের হাত কি? তাঁহারা পুরুষানুক্রমে যেমন দেখিয়া ও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় শুনিয়া আসিতেছেন, আর যেমন দেখিতেছেন, তাহাই বলিয়া থাকেন "গোপো মালী, তথা তৈলী, তন্ত্রী, মোদক বারুজী, কুলালঃ, কর্ম্মকারশ্চ, নাপিত, নব শায়কাঃ" এই নয়টী ও অপর সাধারণ শূদ্র জাতি যেরূপ আচার ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, কায়স্থ মহাশয়দিগকে সেই শাস্ত্রে বাধ্য হইয়া তদনুকরণ করিতে দেখা যায়। উল্লিখিত বর্ণ সকলে এক মাস অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন, কায়স্থ মহাশয়েরা তাহাই

করিয়া আসিতেছেন। ঐ সকল শূদ্র জাতিরা দেব পিতৃকৃত্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কালে শ্রীবিষ্ণু নামোচ্চারণ পূর্ব্বক অমুক দাস কি দাসী বলিয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রকারেরা কায়স্থের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, এমত দেখা যায় না সুতরাং তাঁহারাও ঐরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন আরও ঐ সকল জাতির বিবাহের পর কুশণ্ডিকাতে যদ্রূপ অগ্নিতে খই নিক্ষেপ করিবার ব্যবহার আছে, দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থগণ তাহাই করিয়া থাকেন এই সকল দেখিয়া ও পর্য্যালোচনা করিয়া, বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য মহাশয়েরা কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহাদের দোষ হইতে পারে না।

ক্ষত্রিয়েরা যেমন নামান্তে বর্ম্মণ বলিয়া আসিতেছেন; কায়স্থ জাতির ঐরূপ প্রথা থাকিলে শূদ্র বলা অন্যায় হইতে পারিত।

"খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী দোষে তাঁহাদের অধোগতি হইতেছে"। ইহা বলাতে পাঠক বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন। কারণ এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্য মধ্যে যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই উঁহাদের পদোন্নতি ভিন্ন অবনতির চিহ্ন দেখা যায় না তাঁহারা রাজ কার্য্যের, কি বাণিজ্য ব্যাপারের মধ্যে নিম্ন শ্রেণী হইতে উচ্চতম গৌরবান্বিত পদে ক্রমে ক্রমে অধিরোহণ করিয়া আসিতেছেন, সেটী কাহারও অগোচর নয় অপর আর একটী "বেদ শীর বিচারেন শূদ্রস্য নরকং ব্রজেৎ"

এতদ্বারা প্রমাণ হইতেছে, শূদ্রের বেদ পাঠে অধিকার নাই; করিলে ঐ গতি লাভ হইবে। এই কারণে পূর্ব্বতনকালের পরমার্থদর্শী কায়স্থ মহাশয়েরা ঐ শাস্ত্র পাঠ আলোচনা করিতেন না

কিন্তু ইদানীন্তন কালের Radical দলের কায়স্থের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সকল শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিঘ্ন বিপত্তির মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক বেদ বেদান্ত পাঠ করিয়া মহামহোপাধ্যায় বেদাধ্যায়ী ম্লেচ্ছ পণ্ডিত মহাশয়দিগের বুদ্ধি ও জ্ঞানের সমকক্ষতা লাভের সময় নিকটবর্ত্তী করিয়া তুলিতেছেন ইহা যখন দেখা যায়, তখন কায়স্থের অধোগতি অবস্থা কিসে স্বীকার করা যাইতে পারে? বরং একণে ব্রাহ্মণ জাতির বড়ই দুর্দ্দিন বলিতে হইবে, কেনন কায়স্থদিগের দৃষ্টান্তানুসারে নদীয়া জেলার সামিল জয়রামপুর গ্রাম প্রভৃতি স্থানে স্থানে গোপ জাতির মধ্যে কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়াইতেছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এককালে বংশোজ্জ্বল করিয় ছিলেন বলিয়া, গোপ জাতি একণে ব্রাহ্মণের পরিচারকতা কার্য্যে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কৃতবিদ্য গ্রন্থকার অদ্যাপিও জন্মায় নাই, তাহ হইলে উহারা মথুরা ও বৃন্দাবন প্রদেশ হইতে আপনাদিগে জাতীয় আকরের প্রমাণ উদ্ভব করিয়া দাসত্ব কলঙ্ক মো করিতে সক্ষম হইবে, আশা করা যায়

কিন্তু ঐতিহাসিক সত্ব পশ্চাৎ লোপ হইতে পারে এ বিবেচনায় দুইটী বিষয় এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি অদ্যাপিও ইহা অনেকের স্মরণ আছে যে, নবদ্বীপাধিপতি মহা রাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়, গোপ জাতির, জলস্পর্শ বঙ্গদেশের অনেক স্থলে ব্রাহ্মণ সমাজে প্রচলিত করিয়া তাহাদিগের সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। ১.

দ্বিতীয়টী এই যে বঙ্গদেশের যুগী জাতির মধ্যে কথকগুলি দলবদ্ধ হইয়, জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির মানসে, তাহারা এক্ষ

আপন দলে উপবীত ধারণ ও শব দাহের প্রথা প্রচলন করিতেছে। ঐ জাতির মূলানুসন্ধান করিলে দেখা যায়, "গঙ্গা পুত্র কন্যাতে কোন যোগীর ঔরসে যুঙ্গী (যুগী) জাতি উৎপন্ন হয়" * ঐ জাতির (শিবসন্ন্যাসী গোত্র) † উহারা কখন হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল না ও নাই যুগীরা আপন সম্প্রদায় মধ্যে পুরোহিত করিয়া তদ্দ্বারা যাজন হইয়া থাকে, সেই *পুরোহিতেরা অপর কোন হিন্দু জাতির পুরোহিতের সহিত চলিত নহেন। ঐ যুগী জাতির মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহারা শবকে স্নান করাইবার পরে পদ্মাসনে বসাইয়া, শবের নব দ্বারে স্বর্ণ খণ্ড দিয়া থাকে ও একটী ঝুলির মধ্যে কিঞ্চিৎ চাউল হরিদ্রা, ও কড়ি, দিয়া গলদেশে মালাবৎ একখানি উত্তরীয় আর ঐ ঝুলিটী দিয়া, শবকে অগ্নিসংস্কার পূর্ব্বক প্রোথিত করিয়া রাখে (১) উহারা যখন উপবীতধারী হইতেছে, তখন জোলারা ক্রমে কৃতবিদ্য হইলে,

* সন ১২৯৪ সালের মুদ্রিত সাধনকল্প আত্মতত্ত্ব দর্শন, দ্বিতীয় সংখ্যা ৭৪ পৃষ্ঠা, ২৭। ২৮ পংক্তি

† হুগলি জেলার মধ্যে কতকগুলি যুগী আছে, তাহারা তাহাদের কাশ্য গোত্র বলিয়া থাকে।

(১) যুগীরা শব প্রোথিত করিতে এইরূপ গর্ত্ত খনন করিয়া থাকে।

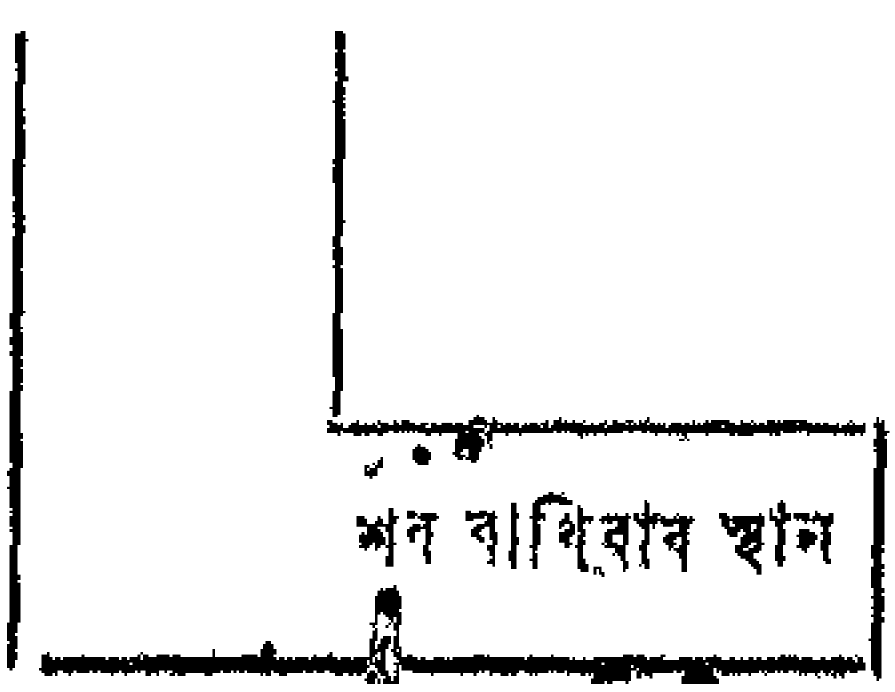

উভয়েই এখনও যদিতে যে ছোট বর্ণ বলে, যে বিষয় লেখকে কে দিতে হইবে ? কায়স্থ বলে—"যে দেলে জেলায় চলে" দেখা যায় ঐ দুই জাতিতেই যজ্ঞ বয়ন করে ও শব প্রোথিত করিয়া রাখে

কায়স্থের পর্য্যায় বন্ধ বিষয়ে বসুজ মহাশয় তাঁহার পুস্তকের যোড়শ এবং সপ্তদশ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার নকল এই স্থানে দেওয়া হইল 'যে সকল কায়স্থ মহাশয়েরা নারায়ণ সেনের পুত্র দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন * কর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ, এক মাস অশৌচ গ্রহণ, নামান্তে দাস ব্যবহার প্রভৃতি বল্লাল কৃত নিয়মে সম্মত হইয়া ছিলেন তাঁহারাই প্রথমে পর্য্যায় বদ্ধ হন। রাজা রাজনারায়ণ লেখেন যে সর্ব্বানন্দ ঘোষ, সর্ব্ব বসু খান, পুরন্দর বসু খান, সুন্দরবর বসু খান, বিষ্ণু বসু, পরাশর মিত্র, চন্দ্র খান, ইত্যাদি কায়স্থ ক্ষত্রিয় ঠাকুর মহাশয়েরাই ঐরূপে সম্মত হইয়া প্রথম পর্য্যায়ে গণিত হইলেন

হুগলি জেলার অন্তর্গত গোপিনাথপুর গ্রাম নিবাসি গোঁসাই দাস মল্লিক বসুজ মহাশয় এই ব্যক্তি পুরন্দর খাঁর অধস্তন ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ পুরুষের লোক, ইনি এবং আরও অতি অল্প ভদ্র দুই তিনটী কায়স্থ বসু মহাশয়ের পুস্তকের লিখিত ঐ সমস্ত বিষয় অনুধাবন পূর্ব্বক পাঠ করিয়া বলিয়া ছিলেন যে, দশরথ বসু হইতে বসু বংশের পর্য্যায় গণনা হইয়া আসিতেছে, ইহা বিজ্ঞ কুলিন কায়স্থ মাত্রেই অবগত আছেন চন্দ্র বাবু পর্য্যায় বন্ধের

---

* দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন কুল সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করেন নাই, এবং তিনি নারায়ণ সেনের পুত্র নহেন বল্লাল সেনের পুত্র প্রথম লক্ষ্মণ সেন দ্বারা পর্য্যায় স্থাপিত হয়

কারণ যদ্রূপ লিখিয়াছেন, তাহাকে এক প্রকার জাতিভ্রংশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দক্ষিণাঢ়ী কায়স্থের জাতি নাশ ও আচারভ্রষ্ট হওয়ার সমকাল হইতে পর্য্যায় বন্ধ হইয়াছে, ইহা বলায় তাঁহার সম্পূর্ণ ভুল ও অন্যায় লেখা হইয়াছে এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত গোঁসাই দাস বসু আরও বলিয়াছেন, পুরন্দর খাঁ সেন রাজাদিগের সময়ের লোক ছিলেন না, এবং তৎকালে তিনি জন্ম গ্রহণও করেন নাই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় এই, তিনি ঈশান বসুর দ্বিতীয় পুত্র ঈশান বসু দিল্লীর বাদসাহের দরবারে চাকুরি করিয়া খাঁ উপাধি লাভ করিয়া ছিলেন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র যাঁহাকে পুরন্দর খাঁ বলা যায়, তাঁহার প্রকৃত নাম গোপিনাথ বসু, তিনি কৃতবিদ্য হইয়া, পিতার সাহায্যে ঐ দরবারে চাকুরি করিতেন, বাদশাহের কোন সন্তোষজনক কার্য্য করাতে, সম্রাট প্রীতিপূর্ব্বক গোপিনাথকে 'পুরন্দর খাঁ' এই উপাধিটী প্রদান করেন তদবধি তিনি লোক-সমাজে পুরন্দর খাঁ নামে পরিচিত হইয়া আছেন। ঐ খাঁ শব্দটী ক্রমে অপভ্রংশ হইয়া খাঁনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে ঐ ব্যক্তি দক্ষিণাঢ়ী কুলিন কায়স্থ সমাজ মধ্যে এক জন প্রধান মর্য্যাদা-শালী লোক ছিলেন। খাঁ হইতে খাঁন শব্দ সৃষ্টি হওয়া এইটীই সম্ভব। খাঁন উপাধি সেন বংশের কোন রাজার সময়ে ছিল, কুল-শাস্ত্রে এমত প্রমাণ পাওয়া যায় না

বসু বংশের পর্য্যায় দশরথ বসু হইতে গণনা হইতেছে, তাহা উপরে একবার বলা গিয়াছে ঘোষ ও মিত্র বংশের কাহা হইতে পর্য্যায় গণনা চলিতেছে, তাহা আমি জ্ঞাত নহি চন্দ্র বাবু যেমন বিজ্ঞ কুলাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, ঐ বিষয় বলিতে পারেন নাই এ বিষয়ে আমারও ঐ মত

ক্রমাগত পঞ্চ কায়স্থের গোত্র লাভের বিষয়ে দমুজ মহা-শয়ের প্রকাশিত পুস্তকের চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যদ্রূপ লিখিয়াছেন, পাঠকের বিদিতার্থে এস্থলে সে সমস্ত উদ্ধৃত করা গেল "রাজা রাজনারায়ণ বলেন, মহারাজ আদিশূর স্বয়ং ক্ষত্র-কায়স্থ রাজা ছিলেন তাঁহার বর্ধানুষ্ঠান নামক রাজসূয় যজ্ঞের যাজকতার জন্য যেমন ব্রাহ্মণ ঋত্বিকের প্রয়োজন ছিল, সেইরূপ ক্ষত্র-বংশসম্ভূত যজ্ঞে সুদীক্ষিত কায়স্থেরও প্রয়োজন ছিল, কেননা, তাদৃশ যজ্ঞে ক্ষত্র-কায়স্থেরই বিশেষ অধিকার সেই হেতু পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পঞ্চ গোত্রীয় যজ্ঞাধিকারী পঞ্চ কায়স্থ আসিয়া-ছিলেন তাঁহারা ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ ও দত্ত এই পঞ্চ পদবী স্বদেশ হইতে আনয়ন করেন নাই উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষে কুত্রাপি ঐ সকল পদ প্রচলিত নাই এবং কখন ছিলও না কিন্তু মহারাজ আদিশূর স্বীয় যজ্ঞের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যজ্ঞ নিমন্ত্রিত স্বজাতীয় পঞ্চ কায়স্থকে ঐ সকল পবিত্র পদবী প্রদান করিয়া-ছিলেন ঐ সমস্ত পদবী যজ্ঞীয় উপাধি মহারাজ আদিশূর তাঁহাদের স্ব স্ব গোত্রীয় দেবতার নামানুসারে তাঁহাদিগকে তাহা প্রদান করেন "রাজা রাজনারায়ণ বেদান্তাদি শাস্ত্র বাক্য দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, উপাসক স্বীয় উপাস্য দেবতার নামীয় পদবী প্রাপ্ত হন বসুর উপাসনা করিলে বসু নামে বিখ্যাত হয় সূর্য্যের উপাসনা করিলে মিত্র নামে বিখ্যাত হয়। অতএব ঐ পঞ্চজন কায়স্থ ক্ষত্রিয় স্ব স্ব উপাস্য দেবতার নামানুসারে ঘোষ, বসু প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞ পদবী পাইলেন উক্ত যজ্ঞে স্ব স্ব গোত্রীয় ধারানুসারে যিনি ইন্দ্র দেবতাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি ঘোষ পদবী পাইলেন ইন্দ্রের বজ্র নির্ঘোষ

প্রসিদ্ধই আছে যিনি বসু দেবতাকে আহ্বান করিয়াছিলেন তিনি বসু পদবী পাইলেন পূর্ব্বকালেও মহারাজ উপরিচর ও ভীষ্ম প্রভৃতি যজ্ঞ দ্বারা বসু পদবী লাভ করিয়াছিলেন যিনি মিত্র সূর্য্য (সূর্য্য কমলিনীর মিত্র বিধায়, মিত্র নামে খ্যাত দেবতাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি মিত্র পদবী পাইলেন যে বিশ্বামিত্র ঋষি মিত্র বংশের গোত্র প্রযোজক, তিনি স্বয়ংই তাহার প্রমাণ যিনি দৈবতঃ দেবতাকে আহ্বান করিয়াছিলেন তিনি দত্ত পদবী পাইলেন দৈবতঃ দেবতা শব্দে সর্ব্ব দেবতা যিনি গুহঃ দেবতাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি গুহঃ পদবী পাইলেন। গুহ শব্দে কার্ত্তিকেয় এই সকল পদবী রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক তাঁহাদের স্ব স্ব বংশীয় পদবী স্বরূপ চিরদিনের জন্য প্রদত্ত হইল

গোত্র বিষয়ে মহাত্মা দেবীবর ঘটক বিশারদ শাস্ত্রার্থ ভাষায় যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পাঠকের বিদিতার্থে সে সমস্ত এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম 'মরিচাদি ঋষি হতে চলিতেছে বংশ কশ্যপাদি তাঁর পুত্র হয় অবতংশ ঋষিরা করেন গোত্র (১) যজ্ঞের কারণ গোরক্ষা স্থানের নাম গোত্র নিরূপণ তিন চারি পাঁচ মুনি একত্র হইয়া গোত্রাকার হন তাঁরা যজ্ঞের লাগিয় গোত্র মধ্যে ঋষিদের ছিল নিকেতন ... সমাপ্তি ... শব্দটী সাধন গোপালন করি দুগ্ধ আর্য্য নির্ম্মাইয়া। হব্য কব্য করিতেন মকরন্দ দিয়া গোত্র নামে নিজ নিজ বংশ পরিচয় সেকালে আছিল মাত্র গোত্র সমন্বয় (২)

(১) গাং রক্ষয়তি ইতি গোত্র

(২) কুলসার সংগ্রহ ৩৯ পৃষ্ঠা।

ঋষিদের যজ্ঞের কারণ হইতে, গোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, ঐ গোত্র একাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, এবং অপরাপর জাতি সাধারণ পুরোহিতের গোত্রানুসারে গোত্র লাভ করিয়াছেন, এই বচন দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে, যথা, "ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রাণাং গোত্রঞ্চ প্রবরা দিকং তথাণ্য বর্ণ সঙ্করাণাং যেষাং বিপ্রশ্চ যাজকা'। (১) ইহা ব্যতীত তাহার বহুতর প্রমাণ শাস্ত্র মধ্যে আছে সে সমস্ত এস্থলে উদ্ধৃত করিতে হইলে, আমার প্রস্তাব বাহুল্য হইবে, এই বিবেচনায় আর লিখিতে পারিলাম না। ঐ সম্বন্ধে যিনি অধিক কিছু জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি চতুষ্পাটিতে গমনপূর্ব্বক মার্জ্জিত বুদ্ধি সুবিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে অবগত হইতে পারিবেন।

শুনিয়া থাকি, বসুজ মহাশয় শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন, তিনি শাস্ত্রালোচনা পূর্ব্বক গোত্র বিষয়ে যে নূতন মত সঙ্কলন করিয়াছেন, উহা সত্যাসত্য বলিয়া পণ্ডিত সমাজে কতদূর সমাদৃত হইবে, তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন, তবে ঐ মত শাস্ত্রসত হইলে ঋষিগণ কি ৫৭পবে দেবিবর অবশ্যই উহা গ্রহণ করিতেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এই তিন যুগ গত হইয়াছে, এতকাল ঐ মত গোপন থাকিত না একণে চন্দ্র বাবুর নব সংগ্রহ গোত্রের মত ও শাস্ত্রের মত উভয়কে একত্রে দেওয়া হইল, ঐ বিষয় আমি আর কি বলিব, বিচারপরায়ণ পাঠকের হস্তে বিচারের ভার দেওয়াই ভাল বিবেচনা করিয়া নিরস্ত হইলাম।

(১) অগ্নিপুরাণ নাম্নেকর আদ্যতত্ত্ব দর্পণ, ১১ পৃষ্ঠা।

"পঞ্চ কায়স্থের বঙ্গদেশে আগমনের পরে তাঁহাদের স্ব স্ব গোত্রীয় দেবতার নামানুসারে মহারাজ আদিশূরের দ্বারা পদবী লাভ করিয়াছিলেন", চন্দ্র বাবুর পুস্তকের এরূপ লেখাকে যদি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে ঐ কায়স্থ মহাশয়েরা যতকাল কনৌজে বাস করিতেন, ততকাল তাঁহাদের কোন জাতীয় পদবী ছিল না, এইটীই প্রতিপন্ন হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু তাহা নহে। কারণ উল্লিখিত পঞ্চ কায়স্থ রাজ-সভায় রাজ সমক্ষে প্রথম পরিচয়কালে আপনাদের জাতি ও আপন আপন নামের সহিত গোত্রের ও পদবীর পরিচয় দিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, * তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, ঘোষ, বসু ইত্যাদি পঞ্চ পদবী তাঁহারা স্বদেশ হইতে আনিয়াছিলেন, উহা যদি না আনিতেন, তবে ঐ পদবী তৎকালে তাঁহারা কোথায় পাইলেন? অতএব আদিশূর হইতে ঐ পদবী লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ উত্তরাপশ্চিম ভারত কি কান্যকুব্জ প্রদেশে কায়স্থেরা ঐরূপ পদবী ও বহু গোত্রে বেষ্টিত ছিলেন, তাহার আরও একটী যুক্তি প্রমাণের স্বরূপ পাঠক সমাজে উপস্থিত করা যাইতেছে

বর্ত্তমান কালের উত্তররাঢ়ী কায়স্থদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ আদিশূরের রাজত্বের কি যজ্ঞের সমকালে, অথবা কিছু অল্প পশ্চাতেই হউক, যাঁহারা উত্তর পশ্চিম প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরদিনের জন্য বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাঁহারা সকলেই আপন আপন গোত্র ও দত্ত, ঘোষ, মিত্র ইত্যাদি পদবী স্বদেশ হইতে আনিয়া

---

* ১৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে।

ছিলেন যাহা তাঁহাদের বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে যখন ঐ সমস্ত পদবী কনোজাগত পঞ্চ কায়স্থের মত এক দেখা যায়, তখন উক্ত পদবী সকল ঐ ঐ দেশে তৎকালে প্রচলিত না থাকিলে, তাঁহারা কোথা হইতে আনিয়াছিলেন ?

উত্তরাঢ়ী কায়স্থ দলের পূর্ব্বপুরুষগণ আদিশূরের যজ্ঞের ছন্দাংশে ছিলেন না, এবং সেই উপলক্ষে তাঁহাদের বঙ্গদেশে আগমন হয় নাই, যে আদিশূর দ্বারা তাঁহাদের স্ব স্ব গোত্রীয় দেবতার নামানুসারে পদবী প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই কারণে তাঁহারা উক্ত প্রকার পদবী লাভ করিয়াছিলেন ইহাও সম্ভব হইতে পারে না, অতএব এই সকল কারণ পর্য্যালোচনা করিলে কনোজাগত পঞ্চ কায়স্থের পদবী লাভের বিষয় চন্দ্র বাবু যেরূপ লিখিয়াছেন, সে সমস্ত কিছুই নয়, উহা কাহারও শিক্ষা দোষের ফল বলিতে হইবে— তাঁহাদের পদবী চিরদিন হইতেই আছে ঐ ঐ পদবী দেশে দেশে প্রচলন না থাকিলে, মৈথিলি কায়স্থের সাতটী পদবীর কথা, যাহা ৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে দত্ত পদবীটীকে দেখা যায়, উহা দৈবত দেবতা হইতে আদিশূর দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল, এ কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে, উহাঁরা ঐ যজ্ঞের সংস্পষ্টে ছিলেন না।

উত্তরাঢ়ী, দক্ষিণাঢ়ী, বঙ্গজ, বারেন্দ্র, মৈথিলি ও লালা, এই ছয় প্রকার কায়স্থের নাম ক্রমে উল্লেখ হইয়াছে, উহার মধ্যে বঙ্গদেশবাসী চারি প্রকার কায়স্থ, তাঁহারা স্বগোত্রে বিবাহ করেন না, মৈথিলি ও লালা কায়স্থ এই দুই সমাজে স্বগোত্রে বিবাহ প্রচলিত আছে বসুজ মহাশয় তাঁহাদিগের জাতীয় উপবীতের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া যেমন পশ্চিম উত্তরবাসী লালা

কায়স্থের উপবীতের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, সেই স্থানটাতে স্ব গোত্রে বিবাহের প্রমাণটা দিলেন না কেন?

উল্লিখিত লালা ও মৈথিলি কায়স্থদিগের সহিত বঙ্গদেশের কায়স্থ মহাশয়দিগের যেরূপ আচার ভেদ দেখা যায়, ইহাতে পরস্পরের সহিত কিছুতেই তুলনা হইতে পারে না, বরঞ্চ স্বতন্ত্র জাতিই বোধ হয়

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, বঙ্গাধিপতি মহারাজ আদিশূর আপন যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত কান্যকুব্জ দেশ হইতে সভৃত্য পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন, ঐ ব্রাহ্মণ পঞ্চক দ্বারা সেই যজ্ঞ বঙ্গদেশেই সুসম্পন্ন হইয়াছে, এবং সেই উপলক্ষে তাঁহারা বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, একথা কাহারও অবিদিত নাই। যথাসময়ে আদিশূর শ্রীহর্ষাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণের ৫৯টী সন্তান গণনা করিয়া, ৫৯ খানি গ্রামে বাস করাইয়া, গ্রামের নামানুসারে প্রত্যেককে গাঁই আখ্যা প্রদান করতঃ সপ্তসতী ব্রাহ্মণগণের সহিত মিশ্রিত না হইবার ঐরূপ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। পরে আদিশূর হইতে পুত্রিকা ধর্ম্মানুসারে তাঁহার কন্যা লক্ষ্মীর সহিত গণনা করিলে নবম, আর রাজা ধরিলে অষ্টম পুরুষে বল্লাল সেন আবির্ভূত হইয়া, ঐ ৫৯ গাঁইকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া গৌণ, শ্রোত্রীয় ও কুলীনের ব্যবস্থা করেন এবং স্বর্ণ ধেনু ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার যোগ্য প্রতিগ্রহ দোষে ঐ বংশের ২৫ ব্যক্তিকে শাস্ত্রের বিধানানুসারে দণ্ডবিধান করিয়া চিরদিনের জন্য পতিত করিয়াছিলেন *

* কুলীন, শ্রোত্রীয় ও গৌণ এই তিন শ্রেণীস্থ পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণের মধ্যের স্থানগ্রহণ।

"ধেনুঃ স্বর্ণময়ীং কৃত্বা দদৌ বিপ্রায় ধার্ম্মিকঃ
তাঞ্চ স্বর্ণময়ীং ধেনুং ছেদনেচ জগৌ নৃপঃ
ছিন্না বহিষ্কৃতো বাপ্য স্বর্ণাংশং বণিকোঽভবৎ।
বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহাজ্জাতাঃ সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃতাঃ"

ভাষা।

বিনা সে কারণ, কার্য্যের ঘটন, কে কোথা দেখেছ বল।
রাজা করে দান, করিয়া সন্ধান, জানিতে নিষ্ঠা বিরল
স্বর্ণময়ী ধেনু অনুপম তনু, সুরভি সমান কায়া
কৌতুক করিয়া, উদর পুরিয়া, অলক্তক বারি দিয়া
রাজা বলে ও'রে, ডাক বণিকেরে কাঞ্চন ভাঙ্গিয়া দিতে।
ছিন্ন করিবারে, কহে বারে বারে, ছেনিক হানিল তাতে।
ভাঙ্গিতে লাগিল খোদক সকল, বাহির হইল লাহা (১)
পতিত হইল, প্রতিগ্রাহী দল বণিক পাইল ছায়া
ছিল ব্যপদেশ, তাহা অবশেষে, প্রকাশ হইয়া পড়ে।
নৃপতি হাসিয়া, কত ডাক দিয়া উভয়ে মলিন হইল
প্রতিগ্রাহী বলি, দ্বিজে হইল গালি দায়াদ (২) রহিল ভাল।
উনবিংশ জন, লইয়া তখন, রহিল দ্বিজেরি কুল
সম্বন্ধে ভোজনে, যাগ যজ্ঞ দানে, বর্জ্জিত হইল যার
এ যে বড় পাপ, পাই অনুতাপ, এ কালে তাহার কারা (৩)

প্রতিগ্রাহী নির্ণয়।

শঙ্করঃ শীত মুণ্ডীচ গড়োঽপিচ দিবাকরঃ গুড়োডাউকনামাচ দোকড়িশ্চৈব পিপ্পলী বন্দ্যো মার্ত্তণ্ড নামাচ তপো নিষ্ঠো দৃঢ়ব্রতঃ। আনাথশ্চ গনাথশ্চ হাড়ো গোপীচ বন্দ্যজঃ যো দোকড়ি নামাচ বাইচ মধুসূদনঃ। কৃশিকো ধর নামাচ হাড়া নারায়ণোঽপিচ মল্লিকা দ্বিবিধ নাম দায়াবিশ্চৈব কেশবঃ। চট্টঃ শকুনিনামাচ তৈলবাটী নযাবিকঃ কুলে বিখ্যাতো শ্রেষ্ঠো বন্দ্যজো বিটসংজ্ঞকঃ ঘোষজো রাঘবশ্চৈব মদন বিশ্বরূপকৌ গাঙ্গোদারা রামা নামা পূতিঃ গৌতমসংজ্ঞকঃ। মিশ্রাঃ পরাশরঃ খ্যাতঃ সন্ধবো ডিণ্ডীসংজ্ঞকঃ অমীকুলোদ্ভবাশ্চৈব গোদানং জগৃহুর্দ্বিজাঃ। তেষাং সম্বন্ধমাত্রেন পঙ্ক্তে গৌরবং সীদতি॥ সম্বন্ধে ভোজনেচৈব দানে যজ্ঞে তথৈবচ বিবাহে শ্রাদ্ধ কালেচ বর্জ্য এতে পুনঃ পুনঃ

(১) কৃত্রিম বস্তু অর্থাৎ আলতার জল।
(২) উত্তরাধিকারি
(৩) কুলসার সংগ্রহ ১৯ ও ২০ পৃষ্ঠা

ভাষা।

নাম।	গাঁই	গোত্র।	শ্রেণী।
মহেশ্বর	পীতমুণ্ডী	কাশ্যপ	গৌণ
দিবাকর	গড়গড়ী	শাণ্ডিল্য	ঐ
ভাটুক	গুড়	কাশ্যপ	ঐ
দোকড়ী	পিপ্‌লাই	বাৎস্য	ঐ
মার্ত্তণ্ড	বন্দ্যঘটী	শাণ্ডিল্য	কুলীন
অনাই	ঐ	ঐ	ঐ
গুনাই	ঐ	ঐ	ঐ
হাড়	ঐ	ঐ	ঐ
গোপী	ঐ	ঐ	ঐ
বিটু	ঐ	ঐ	ঐ
দোকড়ী	মাষচটক	ঐ	শ্রোত্রীয়
মধুসূদন	বাপী	ভরদ্বাজ	গৌণ
যব	কুশারি	শাণ্ডিল্য	শ্রোত্রীয়
নারায়ণ	হড়	কাশ্যপ	গৌণ
শিবিব	মহিন্তা	বাৎস্য	ঐ
কেশব	দায়ী	সাবর্ণ	শ্রোত্রীয়
শকুনি	চট্টাতি	কাশ্যপ	কুলীন
মুরারি	তৈলবাটী	ঐ	শ্রোত্রীয়
বশেশ্বর	কুন্দ	সাবর্ণ	কুলীন
মদন	ঘোষাল	বাৎস্য	ঐ
বিশ্বরূপ	ঐ	ঐ	ঐ
গঙ্গা	গাঙ্গুলি	সাবর্ণ	ঐ
গৌতম	পুতিতুণ্ড	বাৎস্য	ঐ
পরাশর	সিমলায়ী	কাশ্যপ	শ্রোত্রীয়
ঠাকুর	ডিংশায়ী	ভরদ্বাজ	গৌণ

কুল শাস্ত্রে দণ্ড বিধানের বিষয় কি পরিষ্কার রূপে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

তৎপরে বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেন দ্বারা কুলের পর্য্যায় নির্কাপণ হয়, চন্দ্রবাবু তাঁহার পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠায় উহা স্বীকার না করিয়া দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন পর্য্যায় বদ্ধ করিয়াছিলেন, এরূপ লেখাতে তাঁহার পুস্তকে আরও একটি ভ্রম দেখা গেল

বল্লালের পুত্র প্রথম লক্ষ্মণ সেন দ্বারা কুলীনের কুলের পর্য্যায় সংস্থাপনের প্রমাণ কুলসার সংগ্রহের ২৩ পৃষ্ঠা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

'মহারাজ বল্লাল সেন কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপনের অব্যবহিত পরেই লোকান্তর প্রাপ্ত হন তাঁহার সময়ে প্রতিগ্রহ পরাঙ্মুখ ঊনবিংশতি নবগুণ বিশিষ্ট কুলীনগণ সমানরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন পিতার লোকান্তর হইলে, মহারাজ লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনারোহণ করিয়া কুলীনদিগের পর্য্যায় সমীকরণ করিয়া আর্ত্তিক্ষোভ্যাদি কতকগুলি কুলের উপাধি সৃজন করেন।"

"জগত বিশ্রাম নাম, সেই সে আনন্দ ধাম,
তাহে যবে রাজা চলি যান
লক্ষ্মণ তাঁহার সুত, নানাগুণে বিভূষিত
কুলে ডাকে আপন সভায় "

'ঊনবিংশতির্ম্মহাত্মানঃ সভায়াং লক্ষ্মণস্যচ।
রাজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতাঃ পূর্ব্বং প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখাঃ।
অমীষাং পুত্রবর্গানাং সমত্ব লোক সম্মতাং
পরিবর্ত্তং সমালোক্য বিস্তরেণ প্রচক্ষতে।"

কুলোদ্ভবজ্ঞনুষাং কুলং তনযাভাব পর্য্যাপবং পরামর্শতয়া পরস্পর রমানাথেনৈব রাজাভিষেক কালীন উৎসাহ গরুড়য়োর বিদ্যমানে সপর্য্যায় সিদ্ধতয়া রাজ্ঞানুগত্যা আত্মতুল্য পুত্রত্বাৎ

আঙ্গিন উৎসাহস্ত পর্য্যায় আখিত মুখস্থ সমীকরণতা সিদ্ধা আগ্নিতোবহুরূপাখ্যঃ শুচোগোবর্দ্ধনো সুধীঃ গং শিশুর্মক-বন্দশ্চ জহ্লানাখ্য সমাহিগে। পিতৃপর্য্যায় চট্টবহুরূপ প্রভৃতি নামাগ্রে আখিতো বসতিসিধ্যতীতিচ

"যে ঊনবিংশতি ব্যক্তি বল্লাল সভায় কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা পরস্পর সকলেই সমান। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন কন্যাদান সম্বন্ধে তুল্য মুতুল্য অবধারণ করেন। অর্থাৎ বহুরূপ চট্টোপাধ্যায় বন্দ্য জাহ্লানের কন্যা গ্রহণ করিবেন এবং জহ্লান বন্দ্যকে কন্যা প্রদান করিবেন, ইহারই নাম পর্য্যায় ঊর্দ্ধে অথবা নিম্নে কন্যা দান করিলে পর্য্যায় ভঙ্গ হইবে "*

বল্লালের পুত্র প্রথম লক্ষ্মণ সেন দ্বারা কুলের পর্য্যায় বদ্ধ হওয়া, উক্ত প্রমাণ দ্বারা যখন সপ্রমাণ হইল, তখন চন্দ্র বাবু লক্ষ্মণের পিতা বল্লালের স্থানে নারায়ণ সেনকে স্থাপিত করায়, তাঁহার পুস্তকের ভুলও প্রমাণ করিয়া তুলিল

দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন কুল সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ কুলশাস্ত্র মিশ্র গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যায় না বসুজ মহাশয় ইহা স্বীকার করায় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, ঐ ভ্রমটি ঘটিবার আর কিছুই কারণ নাই, শুদ্ধ আধুনিক গ্রন্থকারের মতাবলম্বী হওয়া ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, সেই জন্য তিনি যজ্ঞকাল নিরূপণেও অক্ষম হইয়াছেন।

---

* অনেক কায়স্থ বলিয়া থাকেন, লক্ষ্মণ সেন কায়স্থের পর্য্যায় বদ্ধ করেন নাই, বহুকাল পরে পুরন্দর খাঁ তিনিই কায়স্থের পর্য্যায়বদ্ধ নিয়ম করেন, এই ব্যক্তির কিছু পরিচয় ৫৭ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে।

আদিশূর হইতে অধস্তন সকল পুরুষের নাম মিশ্র গ্রন্থ ও প্রচলিত ঐতিহাসিক বর্ণনানুসারে নিম্নে সবিস্তারে বর্ণিত হইল, পাঠক বিশেষ প্রণিধান করিয়া পাঠ করিলে বসুজ মহাশয়ের ভ্রমরাশি জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইবেন

আদিশূরের বংশ।

"বঙ্গাগত শ্রীহর্ষাদি পঞ্চ মহাজন পুত্র সংখ্যা সবাকার ঊনষাটি গণন গাঁই দিয়া মহারাজ করিলা স্থাপন সপ্তশতী সাগ্নিকাদি করি নিরূপণ পরে রাজা আদিশূর বার্দ্ধক্য দশায় পুত্রে রাজ্য দিবে মনে করে অভিপ্রায় ভূগুর নামেতে পুত্র আদি নৃপতির। মুনি পঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যার স্থির। দৈবাধীন ভূগুরের হইল মরণ দুঃখ চিত্তে করে রাজা কালের হরণ ভূগুর লোকান্ত পরে আদি নৃপমণি নিজসুতা লক্ষ্মীকে পুত্রিকা ধর্ম্মে আনি * তাহার তনয় দেখি মান স্বর্গপুর পুত্র বা কন্যার পুত্রে নাহি কিছু দূর অশোক দৌহিত্র নাম আদি নৃপতির তাঁহার তনয় জন্মে শূরসেন ধীর। যাঁহার ঔরসে

---

* অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাং।
অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবিষ্যতি
শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের দ্বিতীয় শ্লোক

ভাষা

এই ভাষা বুঝি যদি কন্যা করে দান
জামাতার পুত্র তার পুত্রের সমান

জন্মে বীরসেন রায় সামন্ত নামেতে তাঁর হইল তনয় তাঁহার হেমন্ত নামে জন্মিল নন্দন বিয়্ কতাত বলি যার জগতে ঘোষণ কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র নাহি ব্যবহার কিন্তু সেন বংশে এক পাই সমাচার আদিশূরের বংশ ধ্বংশ সেন বংশ তাজা বিয়্ক সেন ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা। বল্লাল নৃপের পুত্র নামেতে লক্ষ্মণ মাধব তাঁহার পুত্র বুদ্ধি বিচক্ষণ কেশব ভূপতি হয় মাধব তনয় যাঁর সুত গুণযুত সুষেণ (১) নাম হয় যার কালে হিন্দু রাজ্য হইলেক ক্ষয়। বড় ধর্ম্মশীল রাজা কলিতে উদয় বিনাযুদ্ধে যবনেরে রাজ্য সমর্পিয়া নীলাচলে গেলা রাজা স্বগণ লইয়া'

"মহারাজ আদিশূর হইতে পুত্রিকা ধর্ম্মানুসারে অধস্তন নবম পুরুষে বল্লাল আবির্ভূত হন। তাঁহাকে অষ্টম রাজা বলিতে হইবে তিনি রাজ সিংহাসনে অধিরোহণ করার অব্যবহিত পরে দেখিলেন, কনজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বহুতর সন্তান সন্ততি হইয়া বিস্তীর্ণ বংশ হইয়াছে বঙ্গদেশীয় আদি অনগ্নিক ব্রাহ্মণগণের সহিত মিশ্রিত না হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিয়া গৌণ শ্রোত্রীয় ও কুলিন এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া যান, এজন্য সাধারণে বল্লালি-মর্য্যাদা বলিয়া থাকে

চন্দ্র বাবুর পুস্তকে তিনি বিজয় কিম্বা হেমসেনকে বল্লালের পিতা বলিয়া লিখিয়াছেন। মিশ্র গ্রন্থের মতে আদিশূরের অধস্তন সপ্তম পুরুষে মহারাজ বিয়্ক জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র বল্লাল সেন, এই বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেন, এটি চন্দ্র বাবু যেরূপ লিখিয়াছেন, মিশ্র গ্রন্থের সহিত এটিতে ঐক্য আছে, এবং লক্ষ্ম-

---

ইহাঁর দ্বিতীয় নাম লক্ষ্মণীসেন অথবা লাক্ষ্মণেয় সেন

সেনের পুত্র মাধব সেন; ইনি বল্লালের পৌত্র ও মাধবের পুত্র কেশব, ইনি বল্লালের প্রপৌত্র এবং কেশবের পুত্র দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন, ইনি বল্লালের বৃদ্ধ প্রপৌত্র, ইনিই বঙ্গদেশের শেষ হিন্দু রাজা ছিলেন এটিতেও উভয় মতে অমিল দেখা যায় না।

বল্লাল হইতে যে সকল সেন বংশে রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই কৌলীন্য বিষয়ের এক একটী নিয়ম করিয়া যান, সে সমস্ত বিষয় ক্রমে পশ্চাতে লেখা যাইবে, তাহার সহিত মিশ্র গ্রন্থের অনৈক্য কোথাও লক্ষ্য হয় না। বসুজ মহাশয় যদ্রূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে সমূহ অনৈক্য দেখা যায়। চন্দ্র বাবু মাধবের স্থলে কেশবকে নির্দ্দেশ করাতে পৌত্রের স্থলে প্রপৌত্রকে স্থাপন করা হইয়াছে। আরও একটি আদিশূরের দ্বিতীয় পুরুষ, পরে চতুর্থ সুরসেন রাজা হন বল্লাল হইতে গণনা করিলে ঐ সুরসেন চতুর্থ পুরুষ উপরে থাকেন। চন্দ্র বাবু যদ্রূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে সুরসেন বল্লালের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ হইয়া দাঁড়ান। তৎপরে পঞ্চম পুরুষ বাদে বসুজ মহাশয়ের পুস্তকে দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনকে দেখা যায় এই শেষোক্ত রাজাটিতেও অমিল নাই। সুরসেনের পর ও দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেনের উপর যে পঞ্চম পুরুষের নাম বসুজ মহাশয়ের পুস্তকে পাওয়া যাইতেছে, সে কএকটি নাম যখন মিশ্র গ্রন্থে কি কুলসার গ্রন্থে নাই, তখন বোধ হয় চন্দ্রবাবু যে নুতন গ্রন্থ হইতে ঐ নাম সংগ্রহ করিয়াছেন, এটি তাঁহারই ভুল বলিতে হইবে মিশ্র গ্রন্থ ঐ সকল বিষয়ের আদি, উহা বংশাবলী লিখিবার জন্যই বহুকাল পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে যাহা না পাওয়া যায়, তাহাকে প্রামাণী বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে?

এই স্থানে পাঠকের বুঝিবার জন্য মিশ্র গ্রন্থে আদিশূর হইতে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন পর্য্যন্ত যত রাজার নাম লিখিত আছে, তাঁহাদিগের নাম বাম ভাগে ও চন্দ্র বাবুর পুস্তকে সেন বংশের প্রথম রাজা হইতে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন পর্য্যন্ত যত রাজা দেখা যায়, তাঁহাদিগের নাম দক্ষিণ ভাগে পৃথক পৃথক রূপে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মিশ্র গ্রন্থের মতে আদিশূরের বংশ *

মূল	...	"আদিশূর	১
তৎপুত্র	...	ভূশূর	২
ঐ	...	অশোক	৩
ঐ	...	সুরসেন	৪
ঐ	...	বীরসেন	৫
ঐ	...	সামন্ত	৬
ঐ	...	হেমন্ত, দ্বিতীয় নাম বিশ্বকতাত	৭
ঐ	...	বল্লাল সেন	৮
ঐ	...	লক্ষ্মণ সেন	৯
ঐ	..	মাধব সেন	১০
ঐ	...	কেশব সেন	১১
ঐ	..	সুষেণ নামান্তর দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন	১২"

কনোজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণও কায়স্থের বংশাবলী আদিশূরের সময় হইতে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন পর্য্যন্ত যাঁহারা লিখিয়াছেন, উল্লিখিত রাজবংশাবলী তাঁহারাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

চন্দ্রবাবুর পুস্তকের মতে সেন বংশের বংশাবলী।

		বিজয় সেন কিম্বা বিজসেন	১
তৎপুত্র	..	বল্লাল সেন	২
ঐ	..	লক্ষ্মণ সেন	৩
ঐ	..	কেশব সেন	৪
ঐ	..	মাধব সেন	৫
ঐ	..	শূর সেন	৬
ঐ	...	ভীম সেন	৭
ঐ	..	কার্ত্তিক সেন	৮
ঐ	...	হরি সেন	৯
ঐ	...	শত্রুঘ্ন সেন	১০
ঐ	..	নারায়ণ সেন	১১
ঐ	.	দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন	১২

* আদিশূর ৯৫৪ শকে যজ্ঞ করিয়াছিলেন দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন খৃষ্টের ১২০০ সালে বা ১১২৫ শকে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়েন অতএব

বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ যে কেবল সেন পর্য্যায়—বদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে—তিনি কুলীনের বংশাবলী লিখিবার জন্য ঘটকের সৃষ্টি করেন (১) এবং ঐ লক্ষ্মণের পুত্র মাধব সেন। দ্বারা বংশজের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ ছয় ব্যক্তি ধনলোভে প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই অপরাধে কুলের শাসন জন্য রাজা তাঁহাদের সম্মানচ্যুত করিয়া চিরদিনের মত বংশজাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন (২) মাধবের পুত্র কেশব ও কেশবের পুত্র, সুষেণ, এই সুষেণকে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন বলে এই শেষোক্ত দুইটি রাজা কুলীন সমাজের নূতন কোন নিয়ম সংস্থাপন করেন নাই তাঁহারা কুলীন সন্তানদিগের পূর্ব্বপুরুষের দৃষ্টান্তানুসারে অশেষ প্রকার গৌরব করিয়া থাকিতেন .

দেখা যায় যে আদিশূর হইতে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন পর্য্যন্ত ১২ পুরুষ উল্লিখিত হিসাবানুসারে ১১১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন যদিও গণনায় ১২ পুরুষ দেখা যায়, কিন্তু আদিশূরের বর্ত্তমানে তাঁহার পুত্র ভূশূর পরলোকগত হওয়ায় ১১ পুরুষ পূর্ব্বোক্ত ১১১ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন

(১) বংশাং শস্তং দোষ বিচারকর্ত্তা
ন্যূনাতিরিক্ত পরিমাণ যথার্থ বক্তা
পর্য্যায় বিপর্য্যায় গণনং করোতি যশ্চ
শশ্বৎ সেনাদিতো ঘটকঃ স এষঃ
কুলসার সংগ্রহ ২৮ পৃ০

(২) গণো কন্যা বশিষ্ঠেন চৌঠেন শকুনি সতা
হাড়ে কন্যা দায়িকেন কুবেরো হাস্যজাপতিঃ
চক্রপাণি নাম্নি কন্যা গৃহীত্বা ধনলোভতঃ
পিঠসুতা পতিভূর্ত্বা চট্টজঃ কুলভূষণঃ
প্রতিগ্রাহীসুতোহিৎ ষড়েতে বংশজাঃ স্মৃতাঃ
কুলসার সংগ্রহ ২৮ পৃষ্ঠা

কি পরিতাপ ও দুঃখের বিষয়, দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেনের বার্দ্ধক্য অবস্থায় বঙ্গভূমি যবনাধিকৃত হওয়া পর্য্যন্ত, হিন্দু জাতির জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা করাই ভার হইতে লাগিল. কুল রক্ষা করার নিয়ম ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিয়াছে এক্ষণে নাম মাত্র আছে।

আদিশূরের পর বল্লাল সেন হইতে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন পর্য্যন্ত এক একটি রাজা যাঁহারা আদিশূরের রাজছত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই কনোজাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের প্রীতিপূর্ব্বক মঙ্গল কামনা করিতেন ঐ সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বংশাবলীতে আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ নিন্দনীয় হীনকার্য্য তাঁহাদের সমাজে প্রবেশ হইতে না পারে, তৎপক্ষে এক একটি রাজা এক একটী নিয়ম করিয়া যান, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ কিছু কিছু অগ্রে দেওয়া হইয়াছে

সেই মহাত্মা রাজন্যবর্গের অনুকম্পায় মহাভাগ কুলীনের সন্তানেরা সদর্পে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, এতদ্রূপ উচ্চ পদ লাভের নিদানভূত সেই সেন বংশের রাজারা ভিন্ন আর কেহই তাহার ভাগী নহেন এজন্য বঙ্গের কুলীন সমাজের কাছে সেন রাজারা মহা কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া আছেন। তদ্বৃত্তান্ত সকল কৌলীন্য সমাজের সমাদৃত ধ্রুবানন্দ মিশ্রের গ্রন্থে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে আবশ্যক হইলে উহা সকলেই পাঠ করিতে পারেন

যিনি চিরানুগত পঞ্চ কায়স্থের বংশধরের মধ্যে এক্ষণে কেহ কেহ সেই পূজ্যপাদ সেন রাজাদিগের উপরি কলঙ্ক আরোপ

করিবেন, এ বিষয় সে সময় তাঁহাদের স্বপ্নবৎ মনে উদয় হইয়াছিল কি না, এক্ষণে সে কথা কে বলিতে পারে?

সমাপ্ত।

অনুগ্রহ করিয়া যদি কেহ বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণের সমস্ত গাঁইগুলি আমার কাছে লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে আমি বড়ই উপকৃত হই

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১	৪	অফিসিয়েটিং	এন্ চার্জ্জ অফিসিয়েটিং
৬	১২	বাষুষ্ঠান	বর্ষানুষ্ঠান
১০	১৫	মহামণি	মহামতি
১১	২৫	কাঙ্গবী	কাঙ্গাবী
১৩	১৩	স্বদেশের	স্বদেশ
১৪	৬	কিৰ্ত্তি	কীৰ্ত্তি
১৫	১৮	পুটঞ্জলি	পুটাঞ্জলি
১৬	১২	৺ হর্ষাদি	শ্রীহর্ষাদি
ঐ	১৯	প্রভোয়া	প্রভোময়া
ঐ	ঐ	কৃপায়	কৃপয়া
১৮	৭	লাগিলেন	প্রবৃত্ত হইলেন
৩৮	২৩	৫৭	৫।৭
৪১	১১	সনদ	সনন্দ
ঐ	১৪	লিয়া	বলিয়া
৪৩	২২	কবিবা	কবিরা
৪৫	৯	কহার	কাহার
৯	১৫	তাহা	তাহার
৪৮	১০	বাঙ্গ	রাজস্ব
৪৯	২২	সনদ	সনন্দ

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫০	১৭	মহশয়	মহাশয়
৫১	১৯	সবকার	সর্ব্বকারে
৫৩	৬	যদ্রূপ	যদ্রূপে
৫৮	৪	বনেন	বলেন
৬৪	২৩	যো	যাযো
৭১	২৮	জ্ঞান	যান
ঐ	২৯	করিযাছিনেন	করিযাছিলেন
৭২	১৮	পর্য্যায়	পর্য্যা
ঐ	১৯	শশ্বন্ন্	শশ্বন্
ঐ	২৫	প্রতিদ্বগ্রাহীস্বত্যোৎ	প্রতিগ্রাহী স্বতোগ্রাহ্য
৭২	১	লক্ষ্মণ যে কেবল সেন পয্যায	লক্ষ্মণ সেন যে কেবল পর্য্যায়

—:০:—

IMPERIAL LIBRARY